মানভূম সংবাদ

☎ 9434180792
9046146814
9932947742
Office- 7063894018

GOVT. OF INDIA RNI REGN. NO.71060/99
নিরপেক্ষ মানুষের নিজস্ব দৈনিক

www.manbhumsambad.com
manbhumsambad@gmail.com

২৬ বর্ষ ২৪২ সংখ্যা | পুরুল্যা | ৫ ডিসেম্বর, ২০২৪, বৃহস্পতিবার | ১৯ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১ | দাম ৩ টাকা | মোট পৃষ্ঠা ৮
26 yr 242 Issue | Purulia | 5 December, 2024, Thursday | 19 Agrahayan, 1431 | Price- Rs.3.00

গোয়েন্দাপ্রধান রাজাশেখরনকে সরালেন মমতা, আরও বদলি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৪ ডিসেম্বরঃ নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহেই নবান্ন থেকে মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, সিআইডির খোলনলচে বদল করবেন তিনি। বুধবার শুরু হয়ে গেল সেই কাজ। রাজ্যের গোয়েন্দাপ্রধানের পদ থেকে আর রাজাশেখরনকে সরিয়ে দিল নবান্ন। তাঁকে পাঠানো হয়েছে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ এডিজি (ট্রেনিং) পদে। কসবাকাণ্ডের পর কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দাপ্রধানের দায়িত্বে থাকা মুরলীধরকে সরিয়ে দিয়েছিল রাজ্য সরকার। এ বার রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দাপ্রধানকেও সরিয়ে দিলেন মমতা। নবান্নের তরফে দুপুরে যে নির্দেশিকা প্রকাশিত হয়েছে, তাতে নতুন গোয়েন্দাপ্রধান কাকে করা হল, তার উল্লেখ নেই। তবে প্রশাসনিক সূত্রে বলা হচ্ছে, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সেই নিয়োগ সেরে ফেলতে পারে রাজ্য সরকার। কারণ, এডিজি সিআইডির পদ খালি রাখা যায় না। রাজাশেখরন ছাড়া আরও কয়েকটি বদলি হয়েছে পুলিশ-প্রশাসনে। এডিজি (ট্রেনিং) পদে ছিলেন দময়ন্তী সেন। তাঁকে এডিজি (পলিসি) পদে পাঠানো হয়েছে। আবার ওই পদে থাকা আর শিবকুমারকে দেওয়া হয়েছে এডিজি (ইবি)-র দায়িত্ব। এডিজি (ইবি) পদে থাকা আইপিএস কর্তা রাজীব মিশ্রকে আনা হয়েছে এডিজি মডার্নাইজ়েশন পদে। কয়লা এবং বালি পাচারে পুলিশের একাংশের যোগসাজশ নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করেছিলেন মমতা। নবান্ন থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, "সিআইএসএফ বা পুলিশের একাংশ টাকা খেয়ে চুরি করবে— এটা আমি হতে দেব না। যদি কোনও রাজনৈতিক দলের লোকও যুক্ত থাকেন, তাঁকে আইনত চেপে ধরুন। জেলে পাঠান।" রাজ্যে কয়লা এবং বালি পাচারের অভিযোগ নতুন নয়। পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোল, রানিগঞ্জ এলাকায় মাঝেমধ্যেই বেআইনি ভাবে কয়লা তোলা এবং পাচারের অভিযোগ উঠে আসে। একই ধরনের অভিযোগ ওঠে বালি চুরির ক্ষেত্রেও। রাজ্যের একাধিক জেলায় নদী থেকে অবৈধ ভাবে বালি চুরির অভিযোগও নতুন নয়। কয়লা ও বালি পাচারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিরোধীরা বার বার আক্রমণ শানিয়েছে শাসকদল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। তা একেবারেই বরদাস্ত করতে চান না মুখ্যমন্ত্রী। গত কয়েক দিন ধরেই নানা ঘটনায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে ক্ষুব্ধ ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বাইরের রাজ্য থেকে কী ভাবে অস্ত্র ঢুকছে, সমাজবিরোধীরাই বা কী ভাবে রাজ্যে প্রবেশ করছে, পুলিশের কাছে কেন তথ্য থাকছে না, সেই প্রশ্ন তুলছিলেন শাসকদলের নেতারাও।

সন্তু ও শান্তনুর কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৪ ডিসেম্বরঃ নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ধৃত পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ প্রোমোটার সন্তু গঙ্গোপাধ্যায় এবং হুগলির বহিষ্কৃত তৃণমূল নেতা শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ করল সিবিআই। এ বিষয়ে আগেই তারা আদালতে আবেদন জানিয়েছিল। সেই অনুযায়ী বুধবার দু'জনকে আদালতে হাজির করানো হয়। সেখানে ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে তাঁদের কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। সন্তু এবং শান্তনু এখন বিচারবিভাগীয় হেফাজতে রয়েছেন। নিয়োগ মামলায় আগেই গ্রেফতার হয়েছিলেন শান্তনু। ইডির মামলায় তিনি জেল হেফাজতে ছিলেন। গত ২৫ নভেম্বর তাঁকে 'শোন অ্যারেস্ট' করতে চেয়ে আদালতে আবেদন জানিয়েছিল সিবিআই। আদালত সেই আবেদন মঞ্জুর করে। আবার, ওই দিনই বেহালা থেকে গ্রেফতার করা হয় সন্তুকে। তদন্তে অসহযোগিতার অভিযোগে তাঁকে গ্রেফতার করে সিবিআই। এই দু'জনেরই কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ করতে আদালতে আবেদন জানিয়েছিল কেন্দ্রীয় সংস্থা। নিয়োগ মামলার তদন্তে নেমে একটি অডিয়ো হাতে পেয়েছে সিবিআই। তার সঙ্গে সন্তু এবং শান্তনুর কণ্ঠস্বর মিলিয়ে দেখতে চান তদন্তকারীরা। সিবিআইয়ের অনুমান, ওই অডিয়োতে দু'জনের কণ্ঠ শোনা গিয়েছে। তা প্রমাণিত হলে নিয়োগ মামলার তদন্ত নতুন মোড় নিতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। অডিয়োটিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখছে সিবিআই। কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহের জন্য সন্তু এবং শান্তনুকে এক দিনের হেফাজতে চেয়েছিল সিবিআই।

পাঞ্জাবে কেন খুনের চেষ্টা অকালি প্রধানকে!

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৪ ডিসেম্বরঃ বুধবার সকালে অমৃতসর স্বর্ণমন্দিরের বাইরে শিরোমণি অকালি দলের প্রধান সুখবীর সিংহ বাদলকে লক্ষ্য করে গুলি চলার ঘটনায় এক বৃদ্ধকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, ওই ব্যক্তির নাম নারায়ণ সিংহ চৌরা। অমৃতসর থেকে প্রায় ৭৫ কিলোমিটার দূরের গুরুদাসপুর জেলার বাসিন্দা তিনি। কে এই ব্যক্তি? কেনই বা সুখবীরের উপর হামলা চালালেন তিনি? পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নারায়ণ এক জন প্রাক্তন খলিস্তানি জঙ্গি। এর আগেও একাধিক মামলায় নাম জড়িয়েছে তাঁর। নারায়ণের নামে জেল ভেঙে পালানোর ষড়যন্ত্রে যুক্ত থাকার অভিযোগও রয়েছে। ৬৮ বছর বয়সি নারায়ণের জন্ম ১৯৫৬ সালে। কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পা দেওয়ার সময়ই অপরাধ জগতে হাতেখড়ি হয়ে গিয়েছিল তাঁর। ১৯৮৪ সালে পাকিস্তানে পাড়ি দেন নারায়ণ। সেখান থেকে পঞ্জাবে আগ্নেয়াস্ত্র ও বিস্ফোরক পাচারের চক্র শুরু করেন। ছ'বছর ধরে গা ঢাকা দিয়ে ছিলেন তিনি। ওয়ান্টেড তালিকায় থাকলেও তাঁর নাগাল পায়নি পুলিশ। পাকিস্তানে থাকাকালীন গেরিলা যুদ্ধ এবং নিষিদ্ধ সাহিত্যের উপর একটি বইও লেখেন। এর পর '৯০ এর দশকে দেশে ফিরে আসেন চৌরা। দেশে এসেও তিনি পঞ্জাবের অমৃতসর, তরন তারন এবং রোপার জেলায় একাধিক অপরাধমূলক কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়েন। ২০০৪ সালে বুড়াইল জেল ভাঙার ঘটনাতেও দোষী সাব্যস্ত হন নারায়ণ। ওই ঘটনায় তিনিই 'মূল ষড়যন্ত্রকারী' ছিলেন।

১১ দিনের জট কেটে মহারাষ্ট্রে কুর্সি অদলবদল

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৪ ডিসেম্বরঃ বিধানসভা ভোটে বিপুল জয়ের ঠিক ১১ দিনের মাথায় মহারাষ্ট্রে সরকার গড়ার দাবি জানাল বিজেপি নেতৃত্বাধীন মহাজুটি! বুধবার বিকেলে জোটের নেতা হিসেবে বিজেপি নেতা দেবেন্দ্র ফডণবীস রাজ্যপাল সিপি রাধাকৃষ্ণনের সঙ্গে দেখা করে সরকার গড়ার দাবি জানিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে এবং বিদায়ী উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পওয়ার। রাজভবন থেকে বেরিয়ে ভাবী মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র বলেন, "আমরা রাজ্যপালের কাছে সংখ্যাগরিষ্ঠ বিধায়কের সমর্থনপত্র জমা দিয়ে সরকার গড়ার দাবি জানিয়েছি। তিনি আমাদের বৃহস্পতিবার বিকেলে সাড়ে ৫টায় শপথের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।" বিজেপির একটি সূত্র জানাচ্ছে, দফতর ভাগাভাগি নিয়ে এখনও কিছু মতভেদ থাকায় বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টায় মুম্বইয়ের আজ়াদ ময়দানে পুরো মন্ত্রিসভা শপথ না-ও নিতে পারে। সে ক্ষেত্রে বিজেপির ফডণবীস মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেবেন। তাঁর সঙ্গে শিবসেনা (শিন্ডে) প্রধান একনাথ এবং এনসিপি (অজিত) সভাপতি অজিত উপমুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথবাক্য পাঠ করবেন। যদিও রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাতের পর শিন্ডে নিজে জানাননি তিনি উপমুখ্যমন্ত্রিত্ব গ্রহণ করবেন কি না। এ বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নে তাঁর 'তাৎপর্যপূর্ণ' মন্তব্য— "আগামিকাল বিকেল পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।" শিন্ডের পাশে বসা অজিত তখন হাসতে হাসতে বলেন, "আমি উপমুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিচ্ছি। উনি (শিন্ডের দিকে ইঙ্গিত করে) কাল বিকেলেই তা জানতে পারবেন।" রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাতের আগে বুধবার দুপুরে মহারাষ্ট্র বিধানসভা ভবনে দুই কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক, নির্মলা সীতারামন এবং বিজয় রূপাণীর উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিক ভাবে বিজেপির পরিষদীয় দলের নেতা নির্বাচিত হন। রূপাণী এর পর সাংবাদিকদের বলেন, "বৃহস্পতিবার বিকেলে আজাদ ময়দানে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেবেন ফডণবীস।" বিজেপি সূত্রের খবর, রফা অনুযায়ী বিধায়ক সংখ্যার আনুপাতিক হিসেবে বিজেপি ২১-২২, শিন্ডেসেনা ১২-১৩ এবং এনসিপি (অজিত) ৯-১০টি মন্ত্রিপদ পেতে পারে। ঘটনাচক্রে, বিদায়ী মন্ত্রিসভায় শিন্ডে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। ফডণবীস তাঁর ডেপুটি। এ বার বদলে যাচ্ছে দু'জনের ভূমিকা।

আনন্দ সংবাদ

মানভূম সংবাদের প্রকাশনায়

'আমার মনে থাকা কথা'—বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'সময়ের অবলোকন' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'জনপথে অন্নদাতা' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'দিশাহীন পথে' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'পরিবীক্ষণ' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'অন্বীক্ষা' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী

সাহিত্য সংস্করণ

'শিকড়হীন বৃক্ষ'— সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'ঝুমুরের ঝংকার'— সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'জল ও জীবন'— সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
মানভূম মহালয়া-১৪২৯—সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী

এই গ্রন্থগুলি মানভূম সংবাদ দপ্তর থেকে অথবা অনলাইনে অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট থেকে সংগ্রহ করা যাবে।

শিল্প-বাণিজ্য

রুপির দরপতন, ডলারের বিপরীতে সর্বনিম্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৪ ডিসেম্বরঃ আবারও ভারতের মুদ্রা রুপির দরপতন হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার মার্কিন ডলারের বিপরীতে রুপির দর এযাবৎকালের সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে আসে। ফলে গতকাল ডলারের দর ৮৪ দশমিক ৭৪ রুপিতে নেমে যায়। গতকাল রুপির দর কমেছে চার পয়সা। আজ বুধবার ডলারের দর ৮৪ দশমিক ৭০ রুপিতে স্থিতিশীল। গত সোমবারও ডলারের দর ছিল ৮৪ দশমিক ৭০ রুপি। সম্প্রতি ভারতের জিডিপির তথ্য প্রকাশের পর গতকাল রুপির দরপতন হয় শূন্য দশমিক ২৫ শতাংশ, যা গত ছয় মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ। অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের এক ঘোষণায় ডলার চাঙা হয়েছে। সেটা হলো ট্রাম্প বলেছেন, ব্রিকস দেশগুলো যদি নিজস্ব মুদ্রা চালু করতে চায়, তাহলে যুক্তরাষ্ট্র এই দেশগুলোর পণ্যে ১০০ ভাগ শুল্ক আরোপ করবে। এতে ইউএস ডলার ইনডেক্সের মানও বেড়েছে। এ ছাড়া ভারতীয় অর্থনীতির নিজস্ব কিছু কারণে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। সোমবার প্রকাশিত তথ্যে দেখা গেছে, ভারতের সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকে কিছু দুর্বলতা আছে। এ ছাড়া ভারতের শেয়ারবাজার থেকে বিদেশি বিনিয়োগ চলে যাওয়ার কারণেও রুপির দরে প্রভাব পড়ছে। বিশ্লেষকেরা বলছেন, রুপির দরপতন আরও বেশি হতো, কিন্তু ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক আরবিআইর হস্তক্ষেপের কারণে তা কিছুটা রোখা গেছে। আরবিআই রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে ডলার বিক্রি করে বাজার থেকে রুপি তুলে নিয়েছে। ফলে দরপতন কিছুটা থেমেছে। তবে রুপির ধারাবাহিক দরপতনকে ব্যবসায়ীরা উদ্বেগজনক বলছেন। গত কয়েক মাস যাবৎ রুপির দর রুখতে বাজারে হস্তক্ষেপ করছে আরবিআই। অর্থবছরের দ্বিতীয় জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে ভারতের জিডিপি প্রবৃদ্ধির গতি কমে গেছে। ওই সময় প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৫ দশমিক ৪ শতাংশ, যেটা প্রায় দুই বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। আগের বছর একই সময়ে দেশটির প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৮ দশমিক ১ শতাংশ। মূলত উৎপাদন খাতের ধীরগতির কারণেই প্রবৃদ্ধি কমেছে। সেই সঙ্গে ভারতের বিদেশি মুদ্রার রিজার্ভ কমছে। ভারতের শেয়ারবাজার থেকে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগ তুলে নিচ্ছেন। গত কয়েক মাসে প্রবণতা অনেকটা শক্তিশালী হয়েছে। চীন অর্থনীতি চাঙা করতে আবারও বড় ধরনের প্রণোদনা দিয়েছে। এ বাস্তবতায় বিদেশি বিনিয়োগকারীরা ভারতের বাজারে শেয়ার বিক্রি করে চীনের বাজারে বিনিয়োগ করার নীতি গ্রহণ করেছেন। ফলে ভারতীয় মুদ্রার দর কিছুদিন পরই ডলারের বিপরীতে পতনের নতুন নতুন রেকর্ড গড়ছে।

আবারও নীতি সুদ কমাতে পারে ফেডারেল রিজার্ভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৪ ডিসেম্বরঃ শিগগিরই আরেক দফা সুদহার কমাতে পারে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভ। সম্প্রতি ফেড পর্ষদের গভর্নর ক্রিস্টোফার ওয়ালার এক অনুষ্ঠানে সুদ হ্রাসের এই ইঙ্গিত দিয়েছেন। ক্রিস্টোফার ওয়ালার বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে মূল্যস্ফীতির হার ধীরে ধীরে ফেডের দীর্ঘমেয়াদি ২ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রার দিকে নেমে আসছে। সাম্প্রতিক তথ্যানুসারে, সেপ্টেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের মূল্যস্ফীতি ছিল ২ দশমিক ৪ শতাংশ; অক্টোবরে তা সামান্য বেড়ে হয়েছে ২ দশমিক ৬ শতাংশ। ফেড মনে করছে, অক্টোবরে সামান্য বাড়লেও সামগ্রিকভাবে মূল্যস্ফীতি হ্রাসের ধারায় আছে। ২০২২ সালে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হলে তেলের দাম বেড়ে যায়। তার জেরে মূল্যস্ফীতি বাড়তে শুরু করে।

একপর্যায়ে তা কয়েক দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে উঠে যায়। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আনতে দ্রুতগতিতে নীতি সুদহার বাড়াতে শুরু করে ফেড। ফলে নীতি সুদহার দুই দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে উঠে যায়। এরপর মূল্যস্ফীতি লক্ষ্যমাত্রার দিকে নেমে আসতে শুরু করেছে, এই বিষয়ে ফেড নিশ্চিত হওয়ার পর গত সেপ্টেম্বরে সুদহার ৫০ ভিত্তি পয়েন্ট হ্রাস করা হয়। এরপর অক্টোবরে আরেক দফা কমানো হয় সুদহার। ওই সময় সুদহার ২৫ ভিত্তি পয়েন্ট বা দশমিক ২৫ শতাংশীয় পয়েন্টে কমিয়ে ৪ দশমিক ৫ থেকে ৪ দশমিক ৭৫ শতাংশ সীমার মধ্যে নামিয়ে আনা হয়। মূলত মহামারি-পরবর্তী সময়ে মুদ্রানীতির রাশ আলগা করার প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে সুদহার কমানোর এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়। ডোনাল্ড ট্রাম্প মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর নভেম্বরেও নীতি সুদহার আরেক দফা কমানো হয়। ক্রিস্টোফার ওয়ালার বলেন, চলতি মাসে সুদহার কমানোর পক্ষপাতী তিনি। যদিও সর্বশেষ অর্থনৈতিক পরিস্থিতির চূড়ান্ত প্রতিবেদনের ওপর নির্ভর করবে ফেড কী সিদ্ধান্ত নেবে। যদি মূল্যস্ফীতি নিম্নমুখী ও অন্যান্য শর্ত ঠিক থাকে, তবে ফেড ঋণের খরচ কমাতে পারে। এদিকে নির্বাচনে জয়ের পর আমদানিতে বড় ধরনের শুল্ক আরোপের ঘোষণা দিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। অর্থনীতিবিদদের একাংশের আশঙ্কা, এ ধরনের পদক্ষেপ মূল্যস্ফীতিতে স্বল্পমেয়াদি প্রভাব ফেলতে পারে।

সুদহার কমানোর পদক্ষেপ মার্কিন ভোক্তাদের জন্য প্রয়োজনীয়। এতে ঋণ ও বন্ধকি খরচ কমে। ঘরবাড়ি কেনা বা ঋণ নেওয়া আগের তুলনায় সহজ হয়। সহজ ঋণ বিনিয়োগ ও ব্যবসা সম্প্রসারণে সহায়ক। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক ঋণের সুদহার কমানোয় ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্রের ঋণের খরচ কমবে। তবে মসনদে বসে কর কমানো, শুল্ক বৃদ্ধি ও শরণার্থীদের নিয়ে কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে পারেন ট্রাম্প।

তাঁর সিদ্ধান্তের জেরে মূল্যস্ফীতি আবার বাড়তে পারে। তখন ট্রাম্প প্রশাসন কয়েক লাখ কোটি ডলার ঋণ নিতে পারে। এতে ফেডারেল রিজার্ভের সঙ্গে সরকারের সংঘাত তৈরির শঙ্কা আছে।

এ ছাড়া ট্রাম্প নির্বাচনী প্রচারণায় বলেছেন, ফেডের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্টের ভূমিকা থাকা উচিত। অর্থাৎ ফেডের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে পারেন তিনি।

সোনা (১০গ্রাম): ৭৬০৪৬
রূপা (১ কেজি) : ৮৯৯৮০
ডলার (ইউ এস): ৮৪.৬৮

শেয়ার বাজারের হালচাল

সেনসেক্স—	৮০৯৫৬.৩৩
নিফটি—	২৪৪৬৭.৪৫
ন্যাসডাক—	১৯৪৮২.৩১
এ.সি.সি—	২২৪৪.৩০
ভারতী টেলি—	১৫৮৪.৫০
ভেল—	২৫১.৪৫
এল এন্ড টি—	৫৩০৯.০০
টাটা মোটর্স—	৭৮৮.২৫
টি.সি.এস.—	৪৩৫৫.১০
টাটা স্টিল—	১৪৫.৮০
ডাবর—	৫২২.৮৫
গোদরেজ—	১০৭৪.৩০
এইচ.ডি.এফ.সি. –	১৮৬০.০৫
আই.টি.সি.—	৪৬৭.২৫
ও.এন.জি.সি.—	২৬০.৭৫
সিপলা —	১৫০১.১০
গ্রাসিম ইন্ডা—	২৭১৮.৫৫
এইচ.সি.এল.টেক—	১৮৯৭.৪০
আইসিআইসিআইব্যাঙ্ক—	১৩১৫.২৫
সেল—	১২২.২৫
স্টেট ব্যাঙ্ক—	৮৫৯.৪৫
সিমেন্স—	৭৭৪০.৬৫
ফাইজার—	৫৩৪৮.১০
ইউনিটেক—	১০.৪৬
উইপ্রো—	২৯৪.১৫
ডা. রেড্ডি–	১২১৫.৬০
মারুতি—	১১১৩১.৩৫
র‍্যানবক্সি—	৮৫৯.৯০
অ্যাক্সিস ব্যাংক—	১১৫৯.২৫
টি সি আই —	১১৩৩.৫০
মহানগর টেলি —	৪৯.২৪
ম্যাঙ্গালোর রিফা—	১৫৭.৬০
আই পি সি এল—	৪৮৩.১০

আজকের দিন

বেনীমাধব শীলের মতে

১৯ অগ্রহায়ণ ভাঃ ১৪ অগ্রহায়ন, **৫ ডিসেম্বর** ১৯ আঘোন, সংবৎ ৪ মার্গশীর্ষ সুদি, ২ জমাঃ সানি। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৮, সূর্য্যাস্ত ঘ ৪।৪৮। **বৃহস্পতিবার,** চতুর্থী দিবা ঘ ১১।৫১ মিঃ। উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্র সন্ধ্যা ঘ ৫।১৩ মিঃ। বৃদ্ধিযোগ দিবা ঘ ১।৫ মিঃ. বিষ্টিকরণ, দিবা ঘ ১১।৫১ গতে ববকরণ, রাত্রি ঘ ১১।১৯ গতে বালবকরণ। **জন্মে**—মকরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী রবির দশা, সন্ধ্যা ঘ ৫।১৩ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। **মৃতে** -দ্বিপাদদোষ।**যোগিনী**- নৈর্ঋতে, দিবা ঘ ১১।৫১ গতে দক্ষিণে। **কালবেলাদি**—ঘ ২।৮ গতে ৪।৪৮ মধ্যে। **কালরাত্রি**-ঘ ১১।২৮ গতে ১।৮ মধ্যে। **যাত্রা**- শুভ দক্ষিণে নিষেধ। **শুভকর্ম্ম**- দিবা ঘ ১১।৫১ গতে ২।৮ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা। **বিবিধ**-চতুর্থীর একোদ্দিষ্ট এবং পঞ্চমীর সপিণ্ডন।

আপনার ভাগ্য

মেষ- শুভ প্রয়াস। **বৃষ**-অপমানিত। **মিথুন**-আকস্মিক ব্যয়। **কর্কট**- সার্বিক উন্নতি। **সিংহ**-মানসিক অবসাদ। **কন্যা**- সমস্যা। **তুলা**- দুঃশ্চিন্তা। **বৃশ্চিক**-প্রতিবাদে। **ধনু**-আকস্মিক ব্যয়। **মকর**-পিতৃবিরোধ। **কুম্ভ**-সংঘাত। **মীন**- বিশ্বাসভঙ্গ।

আগামীকাল

মেষ- সন্তান পীড়া। **বৃষ**-জনকল্যাণে ব্যয়। **মিথুন**-লোকশান বৃদ্ধি। **কর্কট**- অপ্রিয়ভাজন। **সিংহ**-ভুল বোঝাবুঝি। **কন্যা**- মানসিক চাপ। **তুলা**- প্রাপ্তিযোগ। **বৃশ্চিক**-শ্বাসকষ্ট। **ধনু**-কোমরে বেদনা। **মকর**-বিপদমুক্ত। **কুম্ভ**-পতনাশঙ্কা। **মীন**- দক্ষতা প্রদর্শন।

আজকের দিন

আজ ৫ ডিসেম্বর

১৯০১ ওয়াল্টার ডিজনির জন্ম। আমেরিকার এই বিখ্যাত কার্টুনিস্ট সিনেমা জগতে ওয়াল্ট ডিজনি নামে পরিচিত। তাঁর কার্টুন আঁকা সিনেমা পৃথিবীর ওই শিল্প জগতে ব্যাপক আলোড়ন এনেছিল। বলতে গেলে তিনি সিনেমার একটি সম্ভবনার দিক খুলে দিয়েছিলেন। আমেরিকার একটি বৃহৎ অংশ নিয়ে তিনি গড়ে তোলেন তাঁর স্টুডিও। সেখানে একের পর এক তৈরি করেন কার্টুন ও অন্যান্য রূপকথা ধর্মী সিনেমা। পরে তিনি ডিজনি ল্যান্ড নামে একটি এমিউজমেন্ট পার্কও গড়ে তোলেন। তাঁর বহু ছবি পরবর্তীকালে প্রবাদের মতো হয়ে গেছে। বিশেষ করে তাঁর সৃষ্ট কার্টুন চরিত্র ডোনাল্ড ডাক বা মিকিমাউস এই রকম কিছু চরিত্র। তাছাড়া তিনি রূপকথা গল্পে রাজপুত্র ও রাজকন্যাদের কথা বলতেন। সে রকম প্রায় আটটি রাজকন্যার গল্পও তিনি বিভিন্নভাবে বলেছেন। কার্টুনে এ রকম পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি তাঁর আগে আর কখনও হয়নি। পরবর্তীকালে তাঁর প্রভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এ রকম কার্টুন সমৃদ্ধ পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি তৈরি হয়েছে।

শব্দজাল- ৬১০৮

		১	২	৩	৪		
৫		৬					৭
৮	৯		১০			১১	
১২		১৩			১৪		
১৫					১৬		
১৭			১৮	১৯		২০	
		২১			২২		
		২৩					

মোমাছি:- **পাশাপাশি** ঃ- ১) শচীনের সেঞ্চুরির সংখ্যা ৬) ঘোলা জলে — মাছ থাকে (বানানভেদে) ৮) সৈনিক ১০) অবিবাহিতা (ইং) ১১) মোচার — ১২)— দাবা করে বই নিয়ে যাচ্ছিল ১৪) ভোজের শেষে যা প্রাপ্য ১৫) ধ্বংস ১৬) প্রথম অক্ষর কেটে প্রচুর ১৭) কুন্তল ১৮) থেমে থেমে শব্দ (ইং) ২০) ক যোগে গীতি কবিতা ২১) উপবাস ২৩) এর বিরুদ্ধেই আন্না হাজারে। **উপরনীচ** ঃ- ১) —মা লক্ষী, বসো ঘরে ২) জলজ শাক ৩) বানান ভেদে সমাস ৪) নছ যোগে ছারখার ৫) সরকারী অফিসের এটা প্রায় মেলে না ৭) বিদেশী কবিয়াল ৯) রামলক্ষণকে এসে বন্দি হতে হয়েছিল ১১) বিবাহের সম্বন্ধকারী জীবিকা ১৩) আকার যোগে ব্রত্তি ১৪) টোপ ১৮) শেষের অক্ষরের আকার বাদে ভ্রষ্ট ১৯) খন্ডত যোগে পিছনে ২১) এই খানিজে ভারত প্রথম ২২) পুরুষ

উত্তর - ৬১০৭

পাশাপাশি ঃ- ১) গোল ৩) ছাতু ৬) রটনা ৮) সরবত ১০) বলাকা ১২) দাহ ১৩) হাসকল ১৬) রমরমা ১৮) জ্জাশ ১৯) নসীব ২১) সহমত ২৪) মানব ২৬) রীতি ২৭) তল। **উপরনীচ** ঃ-১) গোর ২) লটবহর ৪) তুস ৫) দাব ৭) নালা ৯) রসিক ১১) কাহার ১৪) সমান ১৫) লজ্জাবনত ১৭) মরম ২০) সীমা ২২) হর ২৩) তরী ২৫) বল।

বিজ্ঞাপনের যোগাযোগের ঠিকানা

ফাল্গুনি মাহান্তি, বাঁকুড়া, ফোন- ৯৪৩৪৩৯৩১৮২

বিনয় রায়, বাঘমুন্ডি, ফোন: ৯৭৩২১৭৪৮৭২ /৭৬০২৩৪৫১৫০

আশীষ ব্যানার্জী, রঘুনাথপুর, পুরুলিয়া, ফোনঃ ৯৭৩২১৩৯৩৩৫

রবীন্দ্রনাথ বল, নেতুড়িয়া, ফোন: ৯৯৩৩৪১৪৩১৭

আবাসে নাম বাদ! ক্ষোভের মুখে প্রধান থেকে সরকারি আধিকারিকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুল্যা, ৪ ডিসেম্বরঃ গ্রামসভা চলাকালীন আবাস প্রকল্পে নাম বাদ পড়ায় আবেদনকারীদের তুমুল ক্ষোভের মুখে পড়েন ব্লক আধিকারিক থেকে পঞ্চায়েত প্রধান-সহ অন্যান্য আধিকারিকেরা। বুধবার রঘুনাথপুর ব্লকের তৃণমূল পরিচালিত নতুনডি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিশেষ গ্রাম সভা নতুনডি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় ব্লকের আধিকারিকের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও আধিকারিকরা। এদিন সভা আরম্ভ হতেই স্থানীয় বাসিন্দারা আবাস প্রকল্পে তাঁদের নাম বাদ দেওয়ার অভিযোগ তুলে ব্যাপক বিক্ষোভ শুরু করেন। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, আবাস প্রকল্পে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে, যাঁদের পাকা বাড়ি রয়েছে, তাঁদের নাম রয়েছে তালিকায়। এমনকি অভিযোগ, একই পরিবারের বেশ কয়েকজনের নামও রয়েছে তালিকায়। কিন্তু যাঁদের মাটির বাড়ি, তাঁদের নাম বাদ পড়েছে। এদিন গ্রামবাসীরা পঞ্চায়েত প্রধান-

সহ সদস্যদের বিরুদ্ধে কাঠমানি চাওয়ার অভিযোগও করেন। অবিলম্বে সংশোধিত তালিকা প্রকাশ করে বঞ্চিতদের আবাস প্রদানের দাবি তুলে আবেদন জমা করেন গ্রামবাসীরা। যদিও গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জলধর কৈবর্ত্য বলেন, "আবাস প্রকল্পের সমীক্ষার কাজে আমরা কোন জনপ্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলাম না। সরকারি আধিকারিকরাই সমীক্ষা করেছিলেন। আমরাও চাই প্রকৃত আবেদনকারীদের আবাস প্রদান করা হোক।"

আবাসের কাটমানির টাকা ফেরত চাইতেই মার, কাঠগড়ায় তৃণমূল নেত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদহ, ৪ ডিসেম্বরঃ আবাসের তালিকায় নাম তুলে দেওয়ার আশ্বাসে কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ উঠল তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যার বিরুদ্ধে। শুধু তাই নয়, টাকা ফেরত চাইতে গেলে পঞ্চায়েত সদস্যা এবং তাঁর স্বামী, ছেলের হাতে আক্রান্ত স্থানীয় বাসিন্দা। মাটিতে ফেলে বেধড়ক মারধর ও খুনের চেষ্টার অভিযোগ এনেছে আক্রান্তের পরিবার। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে মালদহের হরিশচন্দ্রপুরে। অভিযোগ অস্বীকার পঞ্চায়েত সদস্যার। হরিশচন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত বড়ই এলাকার বাসিন্দা অনিতাকুমারী সাহা। তাঁর অভিযোগ, তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যা শকুন্তলা সাহা আবাস প্লাস যোজনায় ঘরের টাকা পাইয়ে দেওয়ার নামে তাঁর স্বামী দুর্গাপ্রসাদ সাহার থেকে একমাস আগে ৩০ হাজার টাকা কাটমানি নেন। চলতি মাসে ঘরের তালিকা প্রকাশ হতে দেখেন নাম তালিকায় নেই। এর পর দুর্গাপ্রসাদ শকুন্তলার কাছে টাকা ফেরত চাইতে যান। অভিযোগ, টাকার কথা বলতেই পঞ্চায়েত সদস্যা, তাঁর স্বামী এবং ছেলে মিলে দুর্গাপ্রসাদবাবুর উপর চড়াও হন। চলে বেধড়ক মারধর। এমনকী শ্বাসরোধ করে প্রাণে মারার চেষ্টা হয় বলেও অভিযোগ। আহত দুর্গাপ্রসাদ হরিশচন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাঁর স্ত্রী অনিতা হরিশচন্দ্রপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুলিশ। যদিও পঞ্চায়েত সদস্যার দাবি, ঘটনার সময় তিনি একটি বৈঠকে ছিলেন। টাকা নেওয়ার বিষয়টিও অস্বীকার করেছেন তিনি। স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা প্রত্যেকের কাছে এইভাবে টাকা নিয়েছে। প্রশাসন টাকা উদ্ধারের ব্যবস্থা করুক। গোটা ঘটনা সামনে আসতেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। উল্লেখ্য, দিনকয়েক আগে মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুরে কাটমানির টাকা ফেরত চাইতে গিয়ে মারধর খান এক বাসিন্দা। একদিন পরে কলকাতার এনআরএস হাসপাতালে মৃত্যু হয় তাঁর। ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয় স্থানীয় তৃণমূল নেতা আব্দুল লতিব ওরফে মিঠুনকে।

বিডিও-র নাম করে টাকা তোলার অভিযোগ, কাঠগড়ায় পঞ্চায়েত প্রধান

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদহ, ৪ ডিসেম্বরঃ বিডিওর নাম করে প্রতিটি আবাস প্লাসের উপভোক্তার কাছ থেকে সাত হাজার টাকা করে দাবি পঞ্চায়েত প্রধানের। এমন এক ভিডিয়ো ভাইরাল সমাজমাধ্যমে (সত্যতা যাচাই করেনি মানভূম সংবাদ)। ঘটনা বৈষ্ণবনগর থানা এলাকার কৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের। জানা গিয়েছে, সম্প্রতি বৈষ্ণবনগরের একটি রেস্তোরাঁয় কৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সমস্ত সদস্যদের ডেকে পাঠান কৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আবদুল আহাদ। এরপরেই তিনি প্রতিটি পঞ্চায়েত সদস্যকে উদ্দেশ্য করে প্রতিটি আবাস প্লাস যোজনার উপভোক্তার কাছ থেকে সাত হাজার টাকা করে তোলার নির্দেশ দেন। ভাইরাল ভিডিয়োয় প্রধান আব্দুল আহাদকে বলতে শোনা যাচ্ছে, কালিয়াচক তিন নম্বর ব্লকের বিডিও তাঁকে এবং অন্যান্য গ্রাম পঞ্চায়েতের সাত আট জন প্রধানকে নিজের চেম্বারে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তখনই বিডিও প্রধানদের বলেছেন প্রতিটি উপভোক্তার কাছ থেকে সাত হাজার টাকা করে তুলতে হবে।" যদিও, পরে নিজের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ওই ব্যক্তি। এলাকার তৃণমূল কাউন্সিলর বলেন, "তৃণমূল বড় দল। নির্দল থেকে ঢুকে কোনও ভাবে প্রধান হয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের নির্দেশ দিয়েছে যে কেউ দুর্নীতি করুক তাঁদের দল রেয়াত করবে না।"
ঘটনায় ইতিমধ্যেই জেলাশাসকের দফতরে ইমেল মারফত অভিযোগ জানিয়েছে কৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কয়েকজন পঞ্চায়েত সদস্য। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে জেলা শাসকের নির্দেশে।

৭,৭০,০০০ টাকার নিষিদ্ধ চীনা রসুন বাজেয়াপ্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ৪ ডিসেম্বরঃ গাড়ি বোঝাই করা বস্তা বস্তা রসুন। খবর পেয়েই গোপন সূত্রে পুলিশের কাছে খবর যেতেই হানা দেন সাঁকরাইল থানার পুলিশ আধিকারিকরা। ট্রাক টার্মিনালে অভিযান চালিয়ে সেই রসুন ভর্তি একাধিক গাড়ি আটকে দেয় পুলিশ। গাড়িতে উঠে পুলিশ দেখে পড়ে রয়েছে বস্তা ভর্তি রসুন। তবে এই সব রসুন ভারতের বাজারে নিষিদ্ধ। একদল চোরা কারবারি সেই সব রসুন বেশি দামে বিক্রি করার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ। সেই সব রসুন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। গ্রেফতার করা হয়েছে এক ব্যক্তিকে। আজ, বুধবার আনুমানিক বেলা ১২টা নাগাদ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ধূলাগড় ট্রাক টার্মিনালে অভিযান চালায় সাঁকরাইল থানা। ২৫৪ বস্তার বেশি নিষিদ্ধ চীনা রসুন (১৮ কেজি প্রতি বস্তা) বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। সাঁকরাইল থানার বিশেষ দল অরবিন্দ জয়সওয়ালের গোডাউন থেকে এই রসুন বাজেয়াপ্ত করেছে। জানা গিয়েছে পরিমাণ রসুনের বাজারমূল্য ৭ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা। সাঁকরাইল থানা ভারতীয় ন্যায় সংহিতায় 'অপরিহার্য পণ্য আইনে' মামলা রুজু করেছে।
উপেন্দ্র যাদব নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে চিন থেকে আসা এই রসুন দেশের সীমান্ত পেরিয়ে চোরাপথে ভারতে ঢোকে। কম দামে এই রসুন কিনে বেশি দামে বাজারে বিক্রি করেন বিক্রেতারা। এই রসুনের কোয়া অপেক্ষাকৃত মোটা হয়। জানা যায়, এই রসুন চাষের সময় যে কেমিক্যাল ব্যবহার করা হয়, তা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। ধৃত ম্যানেজার উপেন্দ্র যাদব জানিয়েছেন তিনি এই বিষয়ে কিছু জানেন না। তাঁর মালিক সব বলতে পারবে। সাঁকরাইল থানার পুলিশ সেই মালিকের সন্ধানে তল্লাশি চালাচ্ছে।

শিশুর মুখ থেকে একহাত রড বের করে যমকে 'ছুটি' দিলেন ডাক্তাররা

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব মেদিনীপুর, ৪ ডিসেম্বরঃ মা কাজে ব্যস্ত। বাড়ির মধ্যেই নিজের মনে খেলা করছিল একরত্তিটা। কিন্তু কে জানতো সামনেই তার জন্য অপেক্ষা করছে বড় বিপদ। মুখ ফুঁড়ে ঢুকে গেল লোহার রড। দৃশ্য দেখে ততক্ষণে জ্ঞান হারানোর পথে মা। মেঝেতে পড়ে ছটফট করছে করছে মেয়ে মৌমিতা দাস (৩)। তড়িঘড়ি মৌমিতাকে নিয়ে যাওয়া হয় হলদিয়া মহকুমা হাসপাতালে। কিন্তু, পরিস্থিতি বেগতিক দেখে চিকিৎসকরা তাম্রলিপ্ত মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে দেন। সেখানে সফল অস্ত্রোপচার হয়।
ছোট্ট মৌমিতার বাড়ি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার হলদিয়ার ভবানীপুর থানার বাড়-উত্তরহিংলী গ্রামে। মঙ্গলবার দুপুরে বাড়িতেই নিজের মনে খেলা করছিল একরত্তিটা। পরিবারের সদস্যরা জানাচ্ছেন, ঘরে যখন মৌমিতার মা রান্নার কাজে ব্যস্ত তখন আলমারির নিচে থাকা লোহার রড নিয়ে দৌড় দেয় একরত্তিটা। আচমকা মুখ থুবড়ে পড়ে যায়। তখনই মুখের ভিতর গলার ঠিক উপরে ভয়ঙ্করভাবে গেঁথে যায় লোহার রডটি। দৃশ্য দেখে চোখ কপালে উঠে যায় মায়ের। চেঁচামেচি শুনে ছুটে আসেন প্রতিবেশীরাও। সঙ্গে সঙ্গে মৌমিতাকে হলদিয়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানকার চিকিৎসকেরা তাকে তাম্রলিপ্ত মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন। অবিলম্বে অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়। তড়িঘড়ি গঠিত হয়ে যায় মেডিকেল টিম। এদিন দুপুরে তাম্রলিপ্ত মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অর্থপেডিক সার্জেন শিব শঙ্কর দে ও ইএনটি বিভাগের সার্জেন তিতাস করের তত্ত্বাবধানে হয় অস্ত্রোপচার। তা সফলও হয় শেষ পর্যন্ত। তাতেই মুখে হাসি ফুটেছে মা কল্পনা ও বাবা দীপক দাসের মুখে। অন্যদিকে চিকিৎসক শিবশঙ্কর দে বলেন, "খুব সাবধানে অপারেশন করতে হয়েছে। আশা করছি ৩ থেকে ৪ দিনের মধ্যে শিশুটি সুস্থ হয়ে উঠবে।"

আমাদের কথা, আমাদের ভাষায়

সম্পাদকীয়

সঠিক অর্থেই গব্বর সিং ট্যাক্স

কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী জিএসটিকে গব্বর সিং ট্যাক্স বলেছিলেন। ১১ বছরের মোদি শাসনকালে মোদি সরকার প্রমাণ করল জিএসটি মানে গব্বর সিং ট্যাক্সই। সংবাদ মাধ্যমে অনেকেই দেখেছেন বেশ কিছু পণ্যের উপর ৩৫ শতাংশ জিএসটি বসানোর পরিকল্পনা চলছে। শতকরা ৩৫ শতাংশ সরকার যদি কোন পণ্যের উপর আদায় করে তাহলে সেই পণ্যের ক্রেতা কতজন থাকবেন বা সেই পণ্যগুলি যারা উৎপাদন করেন তারা কতদিন টিকে থাকবেন এসব ভাবনা চিন্তা নিশ্চয়ই সরকার করেনি। সরকারের একমাত্র ধ্যান জ্ঞান সাধারণ মানুষকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে জিজিয়া করের মত কর আদায় করতে হবে। আর যাদের হাতে দেশের ৭৫ শতাংশ সম্পদ এবং যার বৃদ্ধির হার অস্বাভাবিক তাদের উপর করের বোঝা অস্বাভাবিক হারে কমিয়ে দাও এবং ব্যাঙ্ক লুটে সাহায্য কর। কারণ তাদের উপরই নির্ভর করছে ক্ষমতায় টিকে থাকার উপায়। সাধারণ মানুষ নিরীহ, গোবেচারা, সাত চড়েও রা কাড়ে না কাজেই তাদের উপর যতখুশি অত্যাচার কর যেকোন ভাবে এমনকি প্রকাশ্য দিবালোকে কোন ব্যক্তির উপর প্রস্রাব করে দিলেও তিনি কিছু বলবেন না। ২০২৪ সালের বাজেটে মোট বরাদ্দ ধরা হয়েছিল ৪৮ লক্ষ কোটি টাকা। অনুমান করা হয়েছিল প্রায় ৪৩ লক্ষ কোটি টাকা আদায় হবে বিভিন্ন কর থেকে। সংবাদ মাধ্যমের খবরে জানা যাচ্ছে চলতি আর্থিক বছরে ৮ মাসের মধ্যেই আয়কর, জিএসটি আদায় অনুমান পেরিয়ে গেছে। আর যা পেরোয় নি তা হল কর্পোরেট ট্যাক্স। কর্পোরেট ট্যাক্স আদায় বাড়ানো যাবে না, সেখানে শাসকদলের স্বার্থ আছে। ইতিমধ্যেই কর্পোরেটদের ঋণ মকুব করা হয়েছে দেড় লক্ষ কোটি টাকার বেশী। ব্যাঙ্কের টাকা লুট করে তিনশোর বেশী কোম্পানির মালিক বিদেশ চলে গেছে। ব্যাঙ্ক দেওলিয়া হতে চলেছে।

কৃষক বা গরীবের ঋণ মকুব করলে দেশের অর্থনীতি ভেঙে পড়বে। কর্পোরেটরা ব্যাঙ্ক লুট করলে জিডিপি বাড়ে। আদানির সম্পত্তি বাড়লে ভারত তৃতীয় অর্থনীতির দেশ হবে। সরকারেরে বেহায়াপনা দেখে যে কেউ প্রশ্ন করতেই পারেন এরা কি আদানি, আম্বানির ভোটেই ক্ষমতায় আসেন নাকি জনতার ভোট চায়? যদি জনতার ভোট চায় তাহলে জনতার উপর গব্বর সিং ট্যাক্সের অত্যাচার এতখানি কেন? তারা প্রতিবাদহীন নিরীহ বলেই কি নাকি আদালত সরকারের সাথে আছে বলে এতখানি ডেসপারেট ভূমিকায় সরকার। সরকার চলছে শুধু ট্যাক্সের পয়সায় এরকমটা একমাত্র ভারতেই সম্ভব। জনগণের মাথায় বোঝা চাপিয়ে জিএসটি আদায় বাড়ানোর যে প্রচেষ্টা তা অর্থনীতিকে চাঙ্গা করছে না বরং মূল্যবৃদ্ধি আকাশ ছোঁয়া, মুদ্রাস্ফীতি আকাশ ছোঁয়া, উৎপাদন তলানিতে মানুষের কাছে কেনা কাটার অর্থ নেই, রোজগারের সূত্র নেই।ডডামাডোল দেশের অর্থনীতি।

সকল কর্তব্য র্মের নাম যজ্ঞ

কর্তব্য সাধনায় ভগবৎ প্রাপ্তি

কর্তব্য সাধনায় ভগবৎ প্রাপ্তি

মানুষের কর্তব্য

পরম তাপ ইহলোকের কষ্ট দূর করে জীবকে স্বর্গলোক থেকে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিতে পারে। আর যদি ফলাকাঙ্খা ত্যাগ করে কর্তব্য-বুদ্ধিতে এইরকম পরম তপের সাধনা করা যায় তাহলে মানুষ ইহলোকে এবং পরলোকে মুক্তিরূপ পরম শান্তি লাভ করবার উপযুক্ত হয়ে যায়। তপস্যার দ্বারা যেমন পূর্বকৃত পাপের ক্ষয় হয় তেমনই রোগ-ব্যাধিতে পরম তপের নিষ্ঠার ফলে জীবের সকল পাপ বিনষ্ট হয়ে যায় এবং মানুষ পরম পদ লাভ করে। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ ব্যাধিকে কষ্টদায়ক বলে মনে করে ততক্ষণ পর্যন্ত সে তাকে ঘৃণা করে। কিন্তু সেই ব্যাধিই যখন পরম তপের কারণে উপাসনায় পরিণত হয় তখন সে তপস্যায় নিরত তপস্বীর মতো তাকে ঘৃণা করে না, তাকে কষ্ট বলে মনে করে না এবং তার নিন্দাও করে না। বরং একজন তপস্বীর মতো তার গুণমান করে, কোনোরম কষ্টের বিন্দুমাত্র পরোয়া না করে খুবই প্রসন্ন থাকে। এইরকম অবস্থায় সে ব্যাধিকে 'পরম তপ' বলে মনে করে।

খুবই ব্যাধি-পীড়িত হয়ে যখন মানুষের সামনে মৃত্যুভীতি উপস্থিত হয় সেই অবস্থায় 'পরম তপ'-এর ভাবনা করলে মৃত্যু-ভয়ও মুক্তির কারম হয়ে যায়। মৃত্যুর সময়ে বিদ্বান ব্যক্তিরাও ভয়গ্রস্ত হয়ে পড়ে, ব্যাধি-পীড়িত বিষয়ী মানুষের আর কী কথা! তবু মৃত্যুভীতি এলে ব্যাধি-পীড়িত মানুষের মুক্তির জন্য এইরকম ভাবনার যথাসাধ্য চেষ্টা অবশ্যই করা উচিত।

ক্রমশ...

ধর্ম নিরপেক্ষ ও সমাজতন্ত্রের ভাবনা কি মোদী কাছে অস্পৃশ্য?

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

৪২তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে দেশের সংবিধান ও তার প্রস্তাবনায় তৎকালীন সরকার সংসদে আলোচনা সাপেক্ষে এবং সংখ্যা গরিষ্ঠ সাংসদের সমর্থনে প্রস্তাবনায় দুটি শব্দ সংযুক্ত করেছিলেন। আর একটি শব্দও ছিল- তা হল সংহতি। সে সময় দেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। ঘটনাকাল ১৯৭৬ সাল। স্বাধীনতার প্রাক্কালে ১৯৪৬ সালে গণপরিষদ গঠিত হয়েছিল স্বাধীন ভারতের গণতন্ত্র প্রেমী মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা পুরণের লিখিত দলিল রচনা করতে। সেই দলিল হল সংবিধান আর তার মুখবন্ধ হল প্রস্তাবনা। প্রস্তাবনার প্রতিচ্ছবি হল আমাদের সংবিধান। ১৯৪৬ সালের ৬ই ডিসেম্বর ব্রিটেনের এক সরকারি ঘোষণায় বলা হয় গণপরিষদ কর্তৃক রচিত সংবিধান গণপরিষদে অংশ গ্রহণে অনিচ্ছুক কোন সম্প্রদায়ের উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হবে না। সেই দিনই বিভেদের বীজ রোপণ করা হল ব্রিটিশ কর্তৃক। কংগ্রেস মুসলিম লীগ সহ দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দল ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শী হওয়া স্বত্বেও আলাপ আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কোন অসুবিধা হয় নাই। ১৯৪৬ সালের ৯ ডিসেম্বর গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন হয় দিল্লিতে। মুসলিম লিগ সদস্যরা যোগদানে বিরত রইলেন। তবে অন্যান্য দলের ২০৭ জন প্রতিনিধি অধিবেশনে যোগদান করেন। তবে ৪র্থ অধিবেশনে মুসলিম লিগের ২৮ জন সদস্য যোগদান করেন। প্রস্তাবনা ও সংবিধান রচনা করতে সময় লেগেছিল ২ বছর ১১ মাস ১৭ দিন বা ৩ বছর। প্রস্তাবনার প্রারম্ভে অঙ্গীকার করে বলা হল - আমাদের গণপরিষদ আজ ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর এই সংবিধান গ্রহণ ও বিধিবদ্ধ করছি এবং নিজেদের অর্পণ করছি। আমরা ভারতের জনগণ ভারতকে একটি সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্ম নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র হিসাবে গড়ে তুলতে সত্য নিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করছি এবং তার নাগরিকদের জন্য সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ন্যায় বিচার ---- ধর্ম ও উপাসনার স্বাধীনতা মর্যাদা ও সুযোগ সুবিধার সমতা সৃষ্টি এবং তাদের সকলের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্বভাব গড়ে তুলে ব্যক্তির মর্যাদা এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুনিশ্চিত করার জন্য -----নিজেদের অর্পণ করছি।

৪২তম সংশোধনকালে ধর্ম নিরপেক্ষ সমাজতন্ত্র ও সংহতি শব্দ যোগ করা হয়। প্রশ্ন হল কেন মোদী সরকার এবং ভারতীয় জনতা পার্টি। আরএসএস ধর্ম নিরপেক্ষ ও সমাজতন্ত্র কথা দুটি সংবিধান থেকে বাদ দেওয়ার জন্য বারে বারে নানা ভক্তের মাধ্যমে আদালতের স্মরণাপন্ন হচ্ছেন? সব আবেদনের প্রতিপাদ্য বিষয় নাকি জনস্বার্থ বিষয়ক। কোন জনেদের জন্য এই জনস্বার্থ মামলার লাইন? সমাজ কি কোন এক জাতি গোষ্ঠীর? ধর্ম বিষয়ে নিরপেক্ষতা বজায় রাখা যাবে না। একপেশে স্বার্থ রক্ষার জন্য তারা আদালতের স্মরণাপন্ন হয়ে মামলা দায়ের করতে বাধ্য হয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে ধর্ম নিরপেক্ষ কথার অর্থ হল দেশে কোন রাষ্ট্রীয় ধর্ম থাকবে না। প্রতিটি নাগরিক নিজ নিজ ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করতে পারবেন। ধর্ম যার যার দেশ সবার। হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান বৌদ্ধ পারসিক সহ সকলেই নিজ ধর্ম পালন করতে পাবেন। কেন মোদী ও তার কোম্পানী শব্দ দুটিকে সংবিধান থেকে বাদ দিতে চাইছেন? আম্বেদকরের নামে মিথ্যাচার ভণ্ডামি শুরু করেছেন? আম্বেদকর কখনই রাষ্ট্রীয় ধর্মের কথা বলেন নাই। মোদী বিভেদ সৃষ্টি করে দেশে সাম্প্রদায়িক লড়াই লাগাতে চাইছেন। ধর্ম নিরপেক্ষতা বলতে ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কহীনতা বা ধর্ম বিরোধিতা বোঝায় না। বলা হয় যে ভারত রাষ্ট্র যাবতীয় ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কাজ কর্মের সঙ্গে সম্পর্কহীন ও ধর্ম বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকবে। ভারতে রাষ্ট্রীয় ধর্ম বলে কিছু থাকবে না। অর্থাৎ রাষ্ট্রের কাজ কর্ম মানুষের সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বিষয় নিয়ে মানুষের ধর্ম বা বিশ্বাস নিয়ে নয়। কয়েক দিন আগে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট সে কথাই বলেছেন এবং তথাকথিত জনস্বার্থ মামলাগুলি খারিজ করে দিয়েছেন। আম্বেদকর এর মতে ধর্মনিরপেক্ষতার মুল অর্থ রাষ্ট্র জনগণের উপর কোন ধর্ম জোর করে চাপিয়ে দেবে না।

৪২তম সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের প্রস্তাবনায় সমাজতন্ত্র শব্দটি যুক্ত করা হয়েছিল। এখানে সমাজতন্ত্র শব্দটি গণতান্ত্রিক সমাজবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা দরকার। দারিদ্রমোচন ও জনকল্যাণকর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য গৃহীত কাজ কর্মের মধ্যেই ভারতীয় সমাজতন্ত্রের মূল নিহিত আছে। অবাধ ধনতন্ত্র এর পরিবর্তে ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের মাধ্যমে মিশ্র অর্থনীতি গড়ে তোলা এবং উন্নয়নের সঙ্গে ন্যায় বিচারকে সংযুক্ত করাই হল মুল উদ্দেশ্য। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য বর্তমান মোদী সরকার হিন্দু রাষ্ট্র বানাবার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ভারতবাসী অন্য ধাতুতে গড়া। সব ধর্মকে ধারণ করে সে বেঁচে আছে। আগামী দিনেও সে তার পরম্পরা ধরে রাখবে। কোন ললিপপ তার সামনে ঝুলিয়ে কাজ হবে না। মোদীর ভোট রাজনীতির অঙ্গ হল সংখ্যা গরিষ্ঠ সম্প্রদায়কে মদত করা। ধনতন্ত্র কায়েমের চেষ্টা সফল হবে না। জাত পাতের উস্কানিমূলক কাজকর্ম সাময়িক সুবিধা এনে দিলেও দেশের অর্থনীতি সামাজিক স্থিতি উন্নয়ন ধ্বংস করে দেশকে শ্মশানে পরিণত করে দেবে। ভারতবাসী দেশের অখণ্ডতায় বিশ্বাসী। ভারত থাকুক এক ধর্ম নিরপেক্ষ সমাজতান্ত্রিক মানসিকতার প্রবক্তা হিসাবে।

Owner: Manbhum Sambad Publication Pvt. Ltd., Printer, Publisher - VIVEKANANDA TRIPATHY, Published from Dulmi Nadiha, District-Purulia-723102(W.B.) and Printed from Vitec Printo, Ranchi Road, Purulia - 723101, W.B., **Editor - Vivekananda Tripathy**

সত্ত্বাধিকারী মানভূম সংবাদ পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, মুদ্রক ও প্রকাশক ঃ বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী কর্তৃক দুলমি, নডিহা, জেলা - পুরুলিয়া ৭২৩১০২ পঃবঃ থেকে প্রকাশিতও ভাইটেক প্রিন্টো, রাঁচি রোড, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, পঃবঃ থেকে মুদ্রিত, **সম্পাদক - বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী**

সাহিত্য-সংস্কৃতি

আদানিতে 'নীরব' মোদি

তন্ময় কবিরাজ

আদানিকান্ডের পর রাজনৈতিক মহলের একাংশ যখন শীতকালীন অধিবেশনে সংসদে ঝড় উঠবে বলে ভাবতে শুরু করেছে, তখন অপর অংশের কিছুজন ভাবছে দিল্লির দূষণে সবই মিলিয়ে যাবে। ওয়ার্ক ফ্রম হোমের মত সবই সংসদ ভবনেই ঝড় থেমে যাবে। বাস্তবে তার কোনো প্রভাবই পড়বে না। আরজিকর ঘটনার পরেও রাজ্যের শাসক দল উপনির্বাচনে গঙ্গা স্নান করে বেরিয়ে এলো। যাঁরা নরেন্দ্র মোদির চরিত্র সম্পর্কে অবহিত তাঁরা জানবেন উন্নয়নের প্রশ্নে তিনি সংশয় প্রকাশ করেনি। ফলে আদানির বিরুদ্ধে তিনি যাবেন না। দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী যখন তাঁর শাসনব্যবস্থার নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন তখনও তিনি ২০০২, ২০০৭ সালে গুজরাট থেকে জয়ী হন। উল্লেখ্য যে, ২০০৪ সালে সারা ভারতে বিজেপি আশানুরূপ সাফল্য না পেলেও তার প্রভাব কিন্তু গুজরাটে এসে পড়েনি। বরং নরেন্দ্র মোদী ঘরে বাইরে সমালোচনার মুখে পড়লেও কেশুভাই প্যাটেলের ব্যর্থতার পর মোদি গুজরাটকে অনেকটাই এগিয়ে দিয়েছিলেন। যার নজির এ রাজ্যের বাম-তৃণমূলের জমানাতেও নেই। জ্যোতি বসুর আমলে যে স্থবির শিল্প পরিবেশ তৈরি হয়েছিল সেখানে থেকে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য রাজ্যকে উদ্ধার করার সৎ চেষ্টা করলেও বাধা হয়ে দাঁড়ায় তাঁর দল, বিরোধী দল, এমনকি চীনের কমিউনিস্ট দলও সিঙ্গুর নিয়ে বামেদের সমালোচনা করেছিল। তৎকালীন এক বামনেতা বলেছিলেন, তাঁরা শিল্প দিয়ে মানুষকে পিষে মারতে চায়না, বরং শিল্পের রথে চড়িয়ে মানুষকে উন্নত জীবনে পৌঁছে দিতে চায়। অন্যদিকে, নিজে মা মাটি মানুষের প্রতিনিধি হতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোনোদিনই অর্থনীতির

কথা চিন্তা করেননি। তিনিই গঙ্গাসাগর মেলার তীর্থকর তুলে দেবার প্রস্তাব দেন। এ রাজ্যের শিল্প আন্দোলনের সময় মমতা সোনিয়ার সম্পর্ক আরও গভীর হয়। উত্তরপ্রদেশের দাদরার এক জনসভা থেকে সোনিয়া গান্ধী বলেন, শীতকালীন অধিবেশনে তাঁরা শিল্পের জন্য নতুন বিল আনবেন। বাস্তবে সব দলই ভোটের কথা চিন্তা করে উন্নয়ন, শিল্পকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে রেখে দিয়েছেন। সেদিক থেকে বিচার করলে, বামদের দেওয়া 'নরাধম', বিশ্বহিন্দু পরিষদের এক শ্রেনীর নেতাদের দেওয়া 'কালাপাহাড়' তকমা গায়ে মেখেও মোদি মেতেছিলেন উন্নয়নের দোলে। ২০০৩, ২০০৫, ২০০৭ সালে ধারাবাহিকভাবে বিনিয়োগকারীদের শীর্ষ সম্মেলন করেছেন। গুজরাটকে শিল্পের নির্ভরযোগ্য ঠিকানা বানিয়েছেন। নিজে হিন্দুত্বের হয়ে প্রচার করলেও শুধু উন্নয়নের জন্য গন্ধীনগরে প্রায় ২০০টি মন্দির ভেঙে দিয়েছিলেন। সেদিনের বিতর্কিত নরেন্দ্র মোদির গুরুত্ব বুঝতে দেরি করেননি আর এক বিজেপি নেতা অরুন জেটলি। তিনি দিল্লি, কর্নাটকের নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদিকে দলের অন্যতম মুখ হিসাবে তুলে ধরেন। তিনি মনে করেছিলেন, দলের দ্বিতীয় প্রজন্ম হিসাবে মোদিই একমাত্র নির্ভরযোগ্য। তসলিমা নাসরিন ইস্যুতেও মোদি উদারনৈতিক ধারনা তৈরি করে নিজের ইমেজ মেরামত করার চেষ্টা করেন। তিনি বলেছিলেন, 'পশ্চিমবঙ্গ সিপিএমের হৃদয়ে তসলিমার জন্য জায়গা না হলেও গুজরাটের হৃদয়ে কিন্তু আছে।' তাই আদানি ইস্যুতে রাহুল গান্ধী যতোই দাবি করুন, আদানি মোদির এই দুর্নীতি ভারত আমেরিকার নিয়ম ভেঙেছে, তাতে অবশ্য মোদির মনোবলে চির ধরবে না। রাজনীতির 'রাহুল দ্রাবিড়' তিনি। সময় আর বিশ্বাস-এই দুটোকে তিনি বেশি জোর দেন। তাঁর উত্থানের সমতুল্য বোধহয় এই মুহূর্তে দেশে একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই আছেন। প্রাবন্ধিক অম্লান দত্ত লিখেছিলেন, 'যুক্তির নানা স্তর আছে। কোন স্তরে সেটা স্বার্থবুদ্ধির সহায়ক। শুদ্ধযুক্তির যোগ বিবেকের সঙ্গে।' মোদির কাছে তাঁর বিশ্বাস শুদ্ধ যুক্তির মত। বিরোধিদের বেশি প্রতিক্রিয়া দেননা। নীরবতা তাঁর পছন্দ। তাঁর মন্ত্র, চেঞ্জ উই ক্যান বিলিভ ইন। তাঁকে পরাস্ত করতে হলে বিরোধীদের আরোও শক্তিশালী হতে হবে। তবেই শতাংশের ভোট ধাক্কা খাবে। ব্যক্তি আক্রমণের পথে হেঁটে মোদিকে টলানোর চেষ্টা করলে ইতিহাস কটাক্ষ করবে। মোদি কিন্তু জানেন,বিরোধীরা জোট করলেও তাঁদের মধ্যে একতা নেই। তাঁদের 'ইচ্ছা পলিটিক্স, হপ্তায় হপ্তায় রোজ রোজ পলিটিক্স।' বিরোধীরা একজোট হলে রাজ্যের বামফ্রন্টের 'ওরা আমরা'র সমীকরণ যেমন বদলে গিয়েছিল, দেশেও হয়তো বদলাবে। এটাই নিয়ম।

কবিতা

কল্যাণ হোক

কিশলয় গুপ্ত

শান্তশিষ্ট ওই ছেলেটা নদীর পাড়ে বাড়ি
গিটার হাতে স্বপ্ন কী তার সুরের দেশে পাড়ি।

সরগমে রয় কণ্ঠ যে তার আঙুল গিটার তারে
জন্মছকে লেখা আছে খুশী নদীর পাড়ে।

শান্তশিষ্ট ওই ছেলেটা সুরের মাঠে চাষী
দু'চোখ এবং দু'ঠোঁট জুড়ে গানের মত হাসি।

জন্ম যে তার পরীক্ষা নেয় একটু চুপিসাড়ে
তবুও ছেলে হয় না বেসুর দাঁড়িয়ে নদীর পাড়ে।

শান্তশিষ্ট ওই ছেলেটা জীবন যাপন জানে
কাফনকেও আপন করে তারই গানে গানে।

গানের কাছে সমর্পিত আত্মা এবং বুক
ওই ছেলেটা হাজার বছর এমনই থাকুক।

শান্তশিষ্ট ওই ছেলেটা ভীষণ ভালো লোক
জীবন খাতায় লিখছে সবার শুধু কল্যাণ হোক।

শান্তশিষ্ট ওই ছেলেটা নদীর পাড়ে বাড়ি
বন্ধু আমার,ভাইটি আমার,তার সাথে নেই আড়ি।

নতুন কিছু

প্রতীক মিত্র

নতুন কিছু বলতে পারলে ভালো হোতো।
অনেক হাতরে দেখলাম।
অনেকটা সময় নষ্ট করে
অনেকটা নষ্ট সময়ের মধ্যে দিয়ে গিয়ে
সংযত পরিসর থেকে পোড়ালাম
অনেকটা স্পৃহা। তারপরে দিনের বেলাতেও
আলোগুলো দিলাম জ্বেলে। স্মৃতি সরিয়
সরিয়ে প্রাসঙ্গিকতার বোঝা
আরো কিছুক্ষণ চললো নতুন কিছুর খোঁজা।
মিললো না।
যদিও মিললে ভালো হত বেশ।
আলাপচারিতার একটা বাহানা
যেত মিলে প্রত্যহের এই আগন্তুক সাজা,
এই একাকিত্বের নিরুদ্দেশ
আর ভালো লাগে না।
নতুন কিছু বলতে পারলে ভালো হোতো।
ভালো হোতো
বেশ ভালো হোতো।

তবু ভালো থেকো

বিপ্লব গোস্বামী

আমি তো জানি ঠকানোর চেয়ে
ঠকে যাওয়াই ভালো
আমায় ঠকিয়ে কি লাভ হলো তোর
হয়ে গেলে আগোছালো।

আমি তো জানি পতারণার চেয়ে
পতারিত হওয়াই ভালো
তাই তো আমি ইচ্ছে করেই ঠকেছি
রাখতে তোমায় ভালো।

সময়ের আল্পনা

তুহীন বিশ্বাস

কাঠ পেন্সিলে আঁকা সময়ের আল্পনা;
ইরেজারে মুছে ফেলা যায় জেনেও-
স্বযত্নে লালন করি কষ্ট পাওয়ার জন্য।

অদ্ভুত নেশায় আসক্ত বেপরোয়া মন;
ধ্বংসস্তুপে দাঁড়িয়েও স্বপ্নে বিভোর
দুধকলায় কালসাপ পোষে বিশ্বাস।

দুঃখগুলো অজান্তে পিষে মারে রোজ
সব আছে তবু যেন সুখের নাই খোঁজ।

অপেক্ষা

সমীর কুমার ভৌমিক

জানি তো, আমার বয়স হয়েছে
তোমার থেকেও...
বয়স হয়নি শুধু আমার ইচ্ছেগুলোর,
কামনাবাসনার রং একই আছে
হয়তো তোমার থেকেও গাঢ়;
পরখ করে দেখতেও পারো।

আরও বেশি করে ভালোবাসতে ইচ্ছে করে
শুধু তোমাকেই নন্দনা।
ডুব সাঁতারে তুমি চলে গেছ,- অনেক দূরে
আমার নাগালের বাইরে
যদিও ধরতে পারি একছুটেই,
কিন্তু আমার সে ইচ্ছে নেই।
জোর খাটাইনি আমি কখনো - কোনোদিন,
আজও তা পারবো না
ধরা দেবার ইচ্ছে তোমার না হলে...

আমি একপায়ে দাঁড়িয়ে থাকবো ঘাটে
দৃষ্টি আমার তোমার দিকেই থাকবে।
পুকুরের জল বাড়তে বাড়তে, বা-ড়-তে বা ড় তে
আমার নাভি ছুঁয়ে,গলা মাথা পার করে গেলেও
আমি তোমার অপেক্ষাতেই থাকবো.....

ঘোষণা

পত্রিকার সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় কোন লেখকের বা কবির লেখার বিষয়বস্তু, মন্তব্য এবং বক্তব্য একান্তই তার নিজস্ব। এ বিষয়ে পত্রিকা কর্তৃপক্ষ বা সম্পাদকের কোন দায় নেই।

রাজ্য

ভাটা বাংলাদেশি রোগীর, ক্ষতি হাসপাতালের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৪ ডিসেম্বরঃ অশান্ত ওপার বাংলা। ফলে প্রতিবেশী ভারতে, বিশেষত এ পার বাংলায় চিকিৎসা করাতে আসা এখন কষ্টকল্পনাই বাংলাদেশের অধিকাংশ নাগরিকের। সাধারণ ট্যুরিস্ট কিংবা বিজ়নেস ভিসা তো বটেই, চূড়ান্ত গুরুতর ও আপৎকালীন অসুস্থতা ছাড়া মেডিক্যাল ভিসাও ভারত সরকার ইস্যু করছে না সে ভাবে। ফলে বঙ্গে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে বাংলাদেশি রোগী নেই বললেই চলে। যার জেরে কিছুটা হলেও ব্যবসায়িক ক্ষতির মুখে পড়েছে কলকাতার বেসরকারি হাসপাতালগুলি। রোজই হাসপাতালে বাতিল হচ্ছে অস্ত্রোপচার এবং অ্যাপয়েন্টমেন্ট। ইন্ডোর ওয়ার্ডেও বাংলাদেশি নাগরিকের সংখ্যা তলানিতে। ইএম বাইপাস লাগোয়া অন্তত আধ ডজন বেসরকারি হাসপাতালে বাংলাদেশি রোগীর ভিড় লেগেই থাকে। আউটডোর, ইন্ডোর—সর্বত্রই মোট রোগীর অন্তত ১০-১৫% আসেন পড়শি দেশ থেকে। হার্টের অসুখ থেকে শুরু করে নিউরোসার্জারি, ক্যান্সার, পেডিয়াট্রিক সার্জারি, ইউরোলজিক্যাল সমস্যা থেকে শুরু করে অর্থোপেডিক রিপ্লেসমেন্ট সার্জারি কিংবা বন্ধ্যত্ব—সবের চিকিৎসাতেই একটু সচ্ছল বাংলাদেশিরা ঢাকার চেয়ে কলকাতায় ভরসা রাখেন বেশি। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে তাঁদের অধিকাংশই আটকে পড়েছেন দেশে। ফলে কলকাতার প্রতিটি বেসরকারি হাসপাতালেরই গড়ে সাপ্তাহিক ১২-২১ লক্ষ টাকার ব্যবসা কম হচ্ছে বলে খবর কর্পোরেট-সূত্রে। গত সপ্তাহের শেষে, শুক্র-শনিবারে পাঁচটি অপারেশন বাতিল হয়েছে। কারণ, রোগীরা আসতে পারেননি। একই হাল ধর্মতলা চত্তরের হোটেলগুলিতেও।

৫ বছরে কত কোম্পানি পাততাড়ি গুটিয়েছে মমতার বাংলা থেকে? প্রশ্ন বিজেপির তরফে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৪ ডিসেম্বরঃ কয়েকদিন পরে বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন। সেখানে ভিনরাজ্যের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক উদ্যোগপতিদেরও আহ্বান জানানো হচ্ছে। তবে এসবের মধ্যেই কতগুলি কোম্পানি বাংলা থেকে অফিস সরিয়েছে সেই সংক্রান্ত একটি বিস্ফোরক তথ্য সামনে এসেছে। রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্যের লিখিত প্রশ্নের উত্তরে এই জবাব দিয়েছেন কেন্দ্রীয় কর্পোরেট বিষয়ক রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী হর্ষ মালহোত্রা। শমীক ভট্টাচার্য প্রশ্ন করেছিলেন ২০১৯ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ থেকে কতগুলি কোম্পানি তাদের রেজিস্টার্ড অফিস ভিনরাজ্যে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে? কোম্পানির সংখ্যাও তিনি জানতে চেয়েছিলেন যারা স্টক এক্সচেঞ্জ বা সেক্টরে নথিভুক্ত রয়েছে। সেই সঙ্গেই তিনি জানতে চেয়েছিলেন এই কোম্পানিগুলি কেন সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তার কোনও কারণ কি জানা গিয়েছে? সেই কারণগুলি কী! তাদের কি কোনও অসুবিধা হচ্ছিল? সরকার তাদের এই জায়গায় রাখার জন্য কী ব্যবস্থা নিয়েছে? এই প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের তরফে বলা হয়েছে সব মিলিয়ে ২২২৭ কোম্পানি বাংলা থেকে তাদের রেজিস্টার্ড অফিস সরিয়ে ভিনরাজ্যে চলে গিয়েছে। ২০১৯-২০২৪ সালের মধ্যে এটা হয়েছে। তার মধ্যে ৩৯টি কোম্পানি হল নথিভুক্ত কোম্পানি। তারা জিনিসপত্র উৎপাদন করা, আর্থিক সংক্রান্ত বিষয়কে দেখা, কমিশন এজেন্ট, ট্রেডিংয়ের কাজ করত এখানে। যে কারণে তারা চলে গিয়েছে তার অন্যতম হল প্রশাসনিক, কাজ চালানো, ব্যয় সাশ্রয়, ভালো করে নিয়ন্ত্রণে রাখা সহ একাধিক কারণ রয়েছে। এভাবে একাধিক সংস্থার বাংলা থেকে চলে যাওয়ার ঘটনাকে ঘিরে স্বাভাবিক ভাবেই নানা প্রশ্ন উঠছে। এদিকে একটা সময় মমতার আন্দোলনের জেরে সিঙ্গুর থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে চলে গিয়েছিল টাটারা। তারপর মসনদে বসেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর জমানায় কতগুলি কোম্পানি বাংলা থেকে চলে গিয়েছে তা নিয়ে এবার নির্দিষ্ট সংখ্যা সামনে এল।

যারা ভারতের পতাকায় পা দিয়েছে...., হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৪ ডিসেম্বরঃ পড়শি বাংলাদেশে চলছে অস্থির পরিস্থিতি। অভিযোগ আসছে সেখানে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে। প্রভাব পড়েছে এ রাজ্যেও। এবার হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বার্তা দিলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা। তিনি আবেদন করেছেন, প্রত্যেক হিন্দু যাতে রাজনীতির রঙ ভুলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদে সামিল হয়। শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে। ইস্কনের পক্ষ থেকে যাঁরা গোটা পৃথিবী ব্যাপী ছড়িয়ে আছেন তাঁদের ভয়ঙ্করভাবে রিয়্যাক্ট করা উচিত।" বাংলাদেশে হামাস, আইএস, তালিবানের থেকেও খারাপ একটি জঙ্গিবাদ কাজ করছে বলে এ দিন জানান শুভেন্দু। তিনি বলেন, "সন্ন্যাসীদের আইনজীবীদের মৃত্যু মুখে ফেলা হচ্ছে। নয়ত গ্রেফতার করা হচ্ছে। গোটা পৃথিবীর হিন্দুদের সময় হয়েছে রাজনীতির রঙ ভুলে ঐক্যবদ্ধ হওয়া।" একই সঙ্গে সেদেশের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কমিশনের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। সন্ন্যাসী চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের গ্রেফতারির পর থেকে নতুন করে উত্তপ্ত হয়েছে বাংলাদেশ। হিন্দুদের উপর যখন অত্যাচার হচ্ছে সেই আবহে ফের পিছিয়ে গিয়েছে চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের জামিন মামলা। আদালতে কোনও আইনজীবী উপস্থিত না হওয়ায় পিছিয়ে গিয়েছে সেই মামলা। পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে আগামী ২ জানুয়ারি। অর্থাৎ প্রায় এক মাস ধরে জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার কোনও সম্ভাবনাই নেই সন্ন্যাসীর। অপরদিকে, ইসকনের তরফে জানানো হয়েছে, যাঁরা মামলায় চিন্ময় দাসের হয়ে দাঁড়িয়েছেন, তাঁদের প্রায় সকলকেই বিভিন্ন মামলায় অভিযুক্ত হিসেবে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। অনেকেই গ্রেফতার হয়েছেন বলেও খবর। সাংবাদিকরা শুভেন্দুবাবুকে প্রশ্ন করেন, 'সন্ন্যাসীদের পেট্রাপোল অভিযান নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় বলেছেন, ওরা বাংলাদেশের খাবার বন্ধ করতে গেছে।' জবাবে শুভেন্দুবাবু বলেন, 'ভারতের পাতাকায় যারা পা দিয়েছে, শুধু খাবার না, তাদের আর কী কী বন্ধ করি আপনারা দেখুন। ওদের চিকিৎসাও বন্ধ করে দেব। দেশ আগে। মুখ্যমন্ত্রী দেশের মর্ম বোঝেন না বলে এই ধরণের কথা বলেন।' এর পরই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করে শুভেন্দুবাবু বলেন, 'আমার পরিবারের বিপিন অধিকারী স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে ৮ বছর জেলে ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারের কেউ স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেননি। আমার মা ৬০ সালে বরিসাল থেকে এখানে এসেছিলেন। আমি অত্যাচার জানি। উনি স্বাধীনতার মর্ম কি বুঝবেন?'

মে ডে-এর পরিবর্তে রাম নবমীতে ছুটি হাইকোর্টে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৪ ডিসেম্বরঃ হাইকোর্টে ছুটির তালিকায় এবার চমক। সংযোজিত হয়েছে রামনবমীর ছুটি। হঠাৎ কেন এমন সিদ্ধান্ত? প্রশ্ন তুলছেন আইনজীবীদের একাংশ। অনেকে আবার অবার অবাক হয়েছেন মে ডে-তে ছুটি আবেদন করার পরও যুক্ত হয়নি, অথচ রামনবমীতে ছুটি? তবে কি হাইকোর্টেও গেরুয়াকরণ? হাইকোর্টের ছুটি নিয়ে বিতর্ক কিছু কম হয়নি। এত ছুটি কেন তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। কিন্তু এবার ছুটির তালিকায় নয়া সংযোজনে রামনবমী। কারণ মে ডে তে ছুটি নেই। অথচ রামনবমীতে ছুটি। যা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। আইনজীবী শামিম আহমেদ বলেন, "মে ডে-র দিন ছুটি আমাদের হাইকোর্টে ছিল। ২০১৭ সালের পর থেকে কোনও কারণ ছাড়াই বাতিল হয়। আমরা পাঁচটি ক্যালেন্ডার সমেত অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে জানিয়েছিলাম যাতে ছুটি দেওয়া হয়। তারপরও আমাদের হাইকোর্টের ক্যালেন্ডার অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে না।" হাইকোর্টে রামনবমীর ছুটির কারণ অবশ্য খতিয়ে দেখতে দেখতে চাইছেন না বিজেপিপন্থী আইনজীবী। রাম সারা ভারতের দেবতা। তাঁর পুজোর দিনে ছুটি থাকা দরকার বলেই মনে করছেন তাঁরা। বিজেপিপন্থী আইনজীবী নীলাঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, "রাম আমাদের আস্থা। ১৪০ কোটি ভারতবাসীর শ্রীরাম হচ্ছে সংস্কৃতি। আর আমরা ভারতবাসী। আমাদের সংস্কৃতীকে যে স্বীকৃতি দেওয়া হবে এটাই স্বাভাবিক। আর মে ডে ঐতিহাসিক বিপ্লবের মুহূর্ত। পৃথিবীতে এমন প্রচুর বিপ্লব হয়েছে। এখন সব দিবস যদি ছুটি দেওয়া হয় তাহলে কোর্ট হবে না।" তৃণমূলপন্থী আইনজীবী অবশ্য কোনও প্রতিবাদ জাননি। উল্টে সাবধানী হয়ে জানিয়েছেন ছুটি বাড়লেই তো ভাল। মে ডে ছুটি যতদিন না পাওয়া যাচ্ছে রামনবমী থাক। "আমরা রথযাত্রা, বুদ্ধপূর্ণিমাতেও ছুটি পেয়েছি। তবে এটা সব জজরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এটা আমরা ছুটি হিসাবেই দেখছি।"

ফাঁকা বাড়ি-জমি থেকে বর্জ্য তুলবে কলকাতা পুরসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৪ ডিসেম্বরঃ আয় বৃদ্ধি করতে এবার নয়া পদক্ষেপ করছে কলকাতা পুরসভা। শহরের রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে ভ্যাটের আবর্জনা পরিষ্কার করতে হয় পুরসভাকেই। তার সঙ্গে অনেক ফাঁকা বাড়ি, জমি আছে শহরে। যেখান থেকে এক লরি বর্জ্য তুলে ধাপায় পাঠাতে ভাড়া বাবদ খরচ লাগে ২২০০ টাকা। এই ফাঁকা জমি-বাড়ির কর থেকে সেই টাকা এবার তুলতে চাইছে কলকাতা পুরসভা। কারণ ফাঁকা জমি-বাড়ির বর্জ্য সেই জমি ও বাড়ির মালিকের সাফ করার কথা। কিন্তু তা তাঁরা করছেন না বলে অভিযোগ। সেটা করতে হচ্ছে কলকাতা পুরসভাকে। না হলে ওই আবর্জনা, বর্জ্য থেকে জীবাণু ছড়িয়ে পড়বে। আর নাগরিকদের অসুখ করতে পারে। ডেঙ্গি নিয়ন্ত্রণ অনেকটা করা গেলেও রোগ হচ্ছে না এমন নয়। এক মহিলা চিকিৎসকের ডেঙ্গিতে মৃত্যু হয়েছে এসএসকেএমে। আর শহরে এবং জেলায় ডেঙ্গি হচ্ছে। পরিমাণ আগের তুলনায় অনেক কম। কিন্তু নির্মূল হয়নি। তাই আবর্জনা, বর্জ্য পড়ে থাকলে তা থেকে মশার উপদ্রব বাড়বে। আর তা থেকে ডেঙ্গি ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। আর এই ডেঙ্গি ঠেকাতে এবং শহরে স্বচ্ছ পরিবেশ গড়তে পরিত্যক্ত জমি-বাড়ি থেকে বর্জ্য সাফাইয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কলকাতা পুরসভা। আর টালিগঞ্জ, যাদবপুর, কসবা, বেহালার সংযোজিত এলাকায় এই কারণে নিজস্ব অর্থ গুনতে হচ্ছে কলকাতা পুরসভাকে। পুরসভাকে এ কাজ করতে অযথা টাকা গুণতে হচ্ছে। যা থাকলে অন্যান্য কাজ করা যেত। এমনিতেই এবার রাজস্ব আয় কম হয়েছে। সেখানে বাড়তি কড়ি গুণতে নারাজ কলকাতা পুরসভা। এই বিষয়ে বর্জ্য অপসারণ বিভাগের মেয়র পারিষদ তথা যাদবপুর কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক দেবব্রত মজুমদার বলেন, 'কারও ফাঁকা জমি বা পরিত্যক্ত বাড়িতে জঞ্জাল পড়ে থাকলে তা থেকে রোগ ছড়ায়। শহরের রোগ ছড়ানোর এবং পরিবেশ দূষণ যাতে না হয় তার জন্যই পুরসভা নিজস্ব তহবিল থেকে অর্থ খরচ করত। দায়বদ্ধতা থেকেই এই সমস্ত পরিষেবা দেওয়া হয়।'

ডিম উৎপাদনে স্বনির্ভর হচ্ছে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৪ ডিসেম্বরঃ ডিম উৎপাদনে স্বনির্ভর হতে চলেছে রাজ্য। বিধানসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে এমনই জানালেন প্রাণীসম্পদ বিকাশ মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। প্রশ্নোত্তরপর্বে বিধায়ক সমীরকুমার জানা মন্ত্রীর কাছে জানতে চান, সরকার সত্যি কি ডিম উৎপাদনে স্বনির্ভর হতে চলেছে? তাই যদি হয়, তা হলে রাজ্যে ডিমের বার্ষিক চাহিদা কত? প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ বলেন, " একথা সত্যি যে, রাজ্য ডিম উৎপাদনে স্বনির্ভর হতে চলেছে। রাজ্যে ডিমের বার্ষিক চাহিদা ১ হাজার ৫২৮ কোটি।" ডিমের চাহিদা বেড়েই চলেছে বলে বিধানসভায় তিনি জানান। স্বপন দেবনাথের কথায়, ডিম—দুধ—মাছ সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। ডিম উৎপাদনে স্বনির্ভর হতে রাজ্য সরকার কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে সেই বিস্তারিত তথ্যও দেন। বলেন, গত ১১ মে পর্যন্ত ৮.৬ কোটি মুরগি ও হাঁসছানা বিভিন্ন ব্যক্তি, উপভোক্তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। জানা গিয়েছে, রাজ্যে মোট ১১৪টি বেসরকারি খামার গড়ে উঠেছে। বার্ষিক ডিম উৎপাদন ক্ষমতা ২৫০ কোটি। ৩ লক্ষ ক্ষমতা সম্পন্ন খামার থেকে ২.৫ লক্ষ ডিম পাওয়া যায় প্রতিদিন। ডিম উৎপাদনে ভারতে চতুর্থ স্থানে রাজ্য, দাবি করেন মন্ত্রী। এছাড়া হাঁস—মুরগির চিকিৎসার জন্য ভেটেরিনারি মোবাইল ইউনিট ও ক্লিনিক রয়েছে। দুয়ারে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছেছে বলে জানান। দপ্তরের টোল—ফ্রি নম্বরে ফোন করলেও মেলে পরিষেবা।

ক্রীড়া-সংবাদ

ধোনির সঙ্গে কথা বলেন না হরভজন

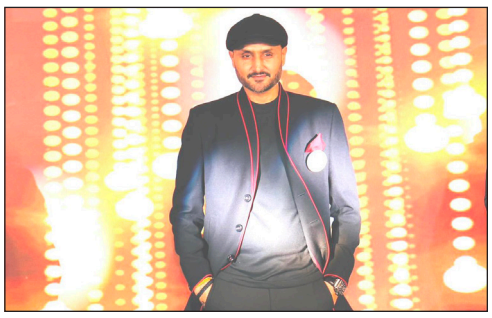

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৪ ডিসেম্বরঃ ২০০৭ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, ২০১১ সালে এক দিনের বিশ্বকাপ একসঙ্গে জিতেছিলেন। তার পরে আইপিএলে চেন্নাই সুপার কিংসেও একসঙ্গে খেলেছেন। প্রাক্তন সতীর্থ মহেন্দ্র সিংহ ধোনির সঙ্গে এখন আর কথাই বলেন না হরভজন সিংহ। এমনকি তাঁরা আর বন্ধুও নন। এক সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেছেন হরভজন নিজেই। ভারতের প্রাক্তন অফস্পিনার বলেছেন, "ধোনির সঙ্গে আমি কথা বলি না। সিএসকে-র হয়ে খেলার সময় ওর সঙ্গে কথা বলতাম। তা ছাড়া আমাদের কথা হয়নি। প্রায় ১০ বছর বা তারও বেশি হয়ে হয়ে গেল। আমার কোনও সমস্যা নেই। হয়তো ওর আছে। জানি না সেগুলো কী। সিএসকে-র হয়ে খেলার সময় আমরা শুধু মাঠেই কথা বলতাম। তার পরে না ও কোনও দিন আমার ঘরে এসেছে, না আমি ওর ঘরে গিয়েছি।" ধোনির সঙ্গে যে তাঁর কোনও সমস্যা নেই সেটা স্পষ্ট করেছেন হরভজন। বলেছেন, "ধোনিকে নিয়ে কোনও সমস্যা নেই আমার। যদি ওর কিছু বলার থাকে আমাকে বলতেই পারে। আমার মনে হয় না সে রকম কিছু আছে। থাকলে এত দিনে বলে দিত। আমি কখনও ওকে ফোন করার চেষ্টা করিনি। এ সব ব্যাপারে আমি একটু আবেগপ্রবণ। যারা ফোন ধরবে শুধু তাদেরই ফোন করি। আমার কাছে অত সময় থাকে না। যারা বন্ধু শুধু তাদের সঙ্গেই যোগাযোগ রয়েছে। কোনও সম্পর্কই একতরফা হয় না। যদি আমি আপনাকে সমীহ করি তা হলে আপনাকেও করতে হবে। তবে যদি এক বার-দু'বার আপনাকে ফোন করার পরেও না ধরেন, তা হলে শুধু দরকারের সময়েই আপনার সঙ্গে দেখা করব।" শেষ বার ২০১৫ সালে ধোনি এবং হরভজন ভারতের হয়ে একই দলে খেলেছেন। ২০১৫ বিশ্বকাপের পর ভারতের দল থেকে বাদ পড়েন হরভজন। এদিকে, এক সাক্ষাৎকারে হরভজন বলেছেন, "আমরা এমন পিচে খেলে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি যেখানে বল খুবই স্পিন করে। আমরা জিততে চেয়েছি এবং আড়াই-তিন দিনে ম্যাচ জিতেছি। আমার মনে হয়, যেখানে তৃতীয় বা চতুর্থ দিন থেকে বল ঘোরে, সে রকম সাধারণ পিচ তৈরি করলে ভাল হত। তাতেও আমরা জিততে পারতাম। কিন্তু ব্যাটারেরা থিতু হওয়ার সময় পেত। খারাপ পিচে জেতার চেষ্টা করে আমরা ব্যাটারদের আত্মবিশ্বাস নষ্ট করে দিয়েছি।" হরভজন আরও বলেছেন, "এখনও আমাদের সংশোধন করার সময় রয়েছে। আমরা যদি ভাল পিচে খেলি, তা হলেও কেউ আমাদের হারাতে পারবে না। ভারতের হাতে যে রকম পেসার এবং স্পিনার রয়েছে, তাতে তিন দিনে না হলেও পাঁচ দিনে টেস্ট জিতিয়ে দেবে। কিন্তু ভাল পিচে খেললে ব্যাটারেরা রান করতে পারবে। ওদের আত্মবিশ্বাসও বেড়ে যাবে"।

৮৬৬ ম্যাচ খেলে প্রথম লাল কার্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৪ ডিসেম্বরঃ জার্মান কাপের তৃতীয় রাউন্ড থেকেই বাদ পড়েছে বায়ার্ন মিউনিখ। বায়ার লেভারকুসেন কাছে কাল ১-০ গোলে হেরে বিদায় নিয়েছে ম্যাচের বেশির ভাগ সময়ই ১০ জন নিয়ে খেলা বাভারিয়ানরা। এমন ম্যাচের পর বায়ার্ন খেলোয়াড়দের মন খারাপ থাকারই কথা। মানুয়েল নয়্যারেরও মন খারাপ ছিল, তবে স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশি খারাপই ছিল জার্মান গোলরক্ষকের। হারের পেছনে যে নিজেকেই সবচেয়ে বড় কারণ ভাবছেন নয়্যার। অবিশ্বাস্য কাণ্ডই করেছেন নয়্যার। ১৮ মিনিটেই তাঁকে মাঠ ছাড়তে হয়েছে লাল কার্ড দেখে। ৮৬৬ ম্যাচের পেশাদার ক্যারিয়ারে এই প্রথম লাল কার্ড দেখলেন জার্মানির সাবেক অধিনায়ক। ভুল করে অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচয়, এরপর দলের হার—নয়্যারের মন তো খারাপ হবেই। নাথান টেলার দ্বিতীয়ার্ধের গোলে হারার পর নয়্যার দুঃখ প্রকাশ করেছেন দলের হারের কারণ হওয়ায়, 'লাল কার্ডটাই ম্যাচের ফল নির্ধারণ করে দিয়েছে। আমরা কষ্ট পাচ্ছি, আমি দুঃখিত।' সব সময় যা করেন, তেমনটা করতে গিয়েই লাল কার্ড দেখেন নয়্যার। লেভারকুসেনের আক্রমণ ঠেকাতে পেনাল্টি বক্সের বাইরে গিয়ে জেরেমি ফ্রিমপংকে চ্যালেঞ্জ জানাতে গিয়েই ভজকট বাঁধান নয়্যার, করে বসেন ফাউল। সঙ্গে সঙ্গেই সরাসরি লাল কার্ড দেখিয়ে দেন রেফারি। নয়্যারের 'ইতিহাস' বায়ার্নের জার্সিতে প্রথম ম্যাচ খেলার সুযোগ করে দেয় ইসরায়েলি গোলরক্ষক দানিয়েল পেরেৎজকে। বায়ার্নে যোগ দেওয়ার ১৮ মাস পর অভিষেক হলো তাঁর। ২০০৯ সালে এশিয়া সফরে চীনের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে জার্মানির জার্সিতে অভিষেক হয় নয়্যারের। গত জুলাইয়ে ঘরের মাঠে স্পেনের বিপক্ষে ইউরোর কোয়ার্টার ফাইনাল হয়ে রইল তাঁর শেষ ম্যাচ।

পাকিস্তানের টেস্ট দলে ফিরলেন বাবর

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৪ ডিসেম্বরঃ পাকিস্তানের টেস্ট দলে ফিরলেন বাবর আজম। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের দলে ফেরানো হয়েছে পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ককে। ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের শেষ দুই টেস্টের দল থেকে বাদ পড়েন বাবর। দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে অন্য দুই সংস্করণের দলেও আছেন বাবর। বাবরের মতো ইংল্যান্ড সিরিজের টেস্ট দল থেকে বাদ পড়া পেসার শাহিন শাহ আফ্রিদিকে অবশ্য টেস্ট দলে রাখা হয়নি। তবে পাকিস্তানের টেস্ট দলের চমক স্পিনার সাজিদ খানের না থাকা। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে পাকিস্তানের ঐতিহাসিক টেস্ট সিরিজ জয়ের পেছনে বড় অবদান ছিল সাজিদের। সিরিজের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কারটা তাঁর হাতেই উঠেছিল। শেষ দুই টেস্টে নেন ১৯ উইকেট। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে তিন টেস্টের সিরিজের শেষ দুই ম্যাচে পাকিস্তানের বোলিং মানেই ছিলেন নোমান আলী ও সাজিদ । দুই টেস্ট মিলিয়ে একটা সময়ে তাঁরা টানা ৮৯.৫ ওভার বোলিংও করেছেন। শেষ দুই টেস্টে ইংল্যান্ডের ৪০ উইকেটের মধ্যে ৩৯টিই পেয়েছেন এই দুই স্পিনার। তবে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে একমাত্র স্পিনার হিসেবে বাঁহাতি স্পিনার নোমানকে রাখা হয়েছে। সাজিদ মূলত বাদ পড়েছেন কন্ডিশনের কারণে। দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে প্রথম টেস্ট পাকিস্তান খেলবে সেঞ্চুরিয়নে। যে ভেন্যুতে টেস্টে শীর্ষ ১০ উইকেট সংগ্রাহকের মধ্যে একজনও স্পিনার নেই। সর্বোচ্চ উইকেট ডেল স্টেইনের–৫৯টি। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উইকেট কাগিসো রাবাদার। পাকিস্তান সিরিজের পাকিস্তান দ্বিতীয় টেস্টটি খেলবে কেপটাউনে। যে উইকেটেও ঐতিহাসিকভাবে পেসারদের দাপট দেখা যায়। এখানে সর্বোচ্চ পাঁচ উইকেট সংগ্রাহকের সবাই পেসার। দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের তিন সংস্করণের দলে বাবর ছাড়া আছেন মোহাম্মদ রিজওয়ান, সাইম আইয়ুব, সালমান আগা। নাসিম শাহকে রাখা হয়েছে টেস্ট ও ওয়ানডে দলের স্কোয়াডে। এ ছাড়া ২০২১ সালের পর টেস্ট দলে ফিরেছেন পেসার মোহাম্মদ আব্বাস।

জয়ের বদলি খুঁজতে নিরুত্তাপ বিসিসিআই, ঘুরছে দু'টি নাম

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৪ ডিসেম্বরঃ হাতে মাত্র মাসখানেক সময়। তার মধ্যেই ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডকে খুঁজে নিতে হবে জয় শাহের উত্তরসূরি। কিন্তু নতুন সচিব কে হবেন, তা নিয়ে বিসিসিআই-এর মধ্যে তেমন তাপ-উত্তাপ নেই। এর একটি কারণ, যিনিই নতুন সচিব হোন, তিনি ক্ষমতায় থাকবেন মাত্র ন'মাস। গত ১ ডিসেম্বর বিসিসিআই সচিব পদে ইস্তফা দিয়েছেন জয়। তাঁর পরিবর্তে কে বোর্ড সচিবের দায়িত্ব সামলাবেন, তা এখনও জানা যায়নি। বিসিসিআই সূত্রে খবর, পরবর্তী সচিব হওয়ার দৌড়ে রয়েছেন দু'জন ক্রিকেট কর্তা। গুজরাত ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সচিব অনিল পটেল এবং অসমের ক্রিকেট কর্তা দেবজিৎ সাইকিয়া। দেবজিৎ এখন বিসিসিআইয়ের যুগ্ম সচিব পদে রয়েছেন। তিনি দৌড়ে কিছুটা হলেও এগিয়ে রয়েছেন। বিসিসিআইয়ের এক কর্তা জানালেন, এখনও পর্যন্ত বোর্ডের অন্দরে নতুন সচিব নিয়ে কোনও আলোচনা হয়নি। জানুয়ারির মাঝামাঝি যিনিই সচিবের দায়িত্বে আসবেন, তিনি ন'মাসের বেশি দায়িত্বে থাকবেন না। কারণ বর্তমান কমিটির মেয়াদ শেষ হচ্ছে আগামী বছরের সেপ্টেম্বরে। তার পর আবার নির্বাচন হবে। সম্ভবত এ কারণে কেউ তেমন আগ্রহী হচ্ছেন না। তবে ন'মাসের জন্য যিনি সচিব হবেন, তাঁর পুনর্নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ থাকবে। বিসিসিআইয়ের সংবিধান অনুযায়ী, কোনও পদাধিকারী ইস্তফা দিলে তার ৪৫ দিনের মধ্যে পরিবর্ত পদাধিকারীকে নির্বাচিত করতে হয়। নির্বাচন করতে হয় বিশেষ সাধারণ সভা ডেকে। বিসিসিআইয়ের সংবিধানে আরও বলা রয়েছে, বিশেষ সাধারণ সভার অন্তত চার সপ্তাহ আগে নিয়োগ করতে হবে ইলেক্টোরাল অফিসার। জয় গত ৩০ নভেম্বর ইস্তফা দিয়েছেন। সেই হিসাবে আগামী ১৪ জানুয়ারির মধ্যে দায়িত্ব নিতে হবে নতুন সচিবকে (ডিসেম্বর মাস ৩১ দিন ধরে)। অর্থাৎ, নতুন সচিব নির্বাচনের জন্য বিসিসিআইয়ের হাতে দেড় মাসেরও কম সময় রয়েছে। আগামী ১০-১১ দিনের মধ্যে নিয়োগ করতে হবে ইলেক্টোরাল অফিসারকেও। বোর্ডের একটি অংশ মনে করছে, এত দিনে সচিব নির্বাচনের কাজ হয়ে যাওয়া উচিত ছিল।

আদৌ সম্ভব সিটির পক্ষে!

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৪ ডিসেম্বরঃ 'পয়েন্টের বর্তমান ব্যবধানটা মৌসুম শেষে হয়তো অর্থহীন হয়ে যাবে। এ রকম তো হামেশাই দেখে এসেছি'-সের্হিও আগুয়েরো কথাটা বলেছেন গত সপ্তাহে। আর্জেন্টিনার সাবেক ফরোয়ার্ড কথাটা বলেছিলেন প্রিমিয়ার লিগে ম্যানচেস্টার সিটির চেয়ে লিভারপুলের ৮ পয়েন্টে এগিয়ে যাওয়া নিয়ে। হয়তো তিনি নিজের সাবেক ক্লাব ম্যান সিটিকে সাহস জোগাতেই এমনটা বলেছিলেন। কিন্তু গত রোববার লিভারপুল নিজেদের মাঠে সিটিকে ২-০ গোলে হারিয়ে ব্যবধানটা আরও বাড়িয়েছে। পয়েন্ট তালিকার শীর্ষ দল লিভারপুলের সঙ্গে পঞ্চম স্থানে থাকা সিটির পয়েন্ট ব্যবধান এখন ১১। দ্বিতীয় স্থানে থাকা আর্সেনালও লিভারপুলের চেয়ে পিছিয়ে আছে ৯ পয়েন্টে। ১৩ ম্যাচ শেষে লিভারপুলের পয়েন্ট ৩৪, আর্সেনালের ২৫ ও সিটির ২৩। আর্সেনালের সমান ২৫ পয়েন্ট নিয়ে চেলসি আছে তিন নম্বরে আর ব্রাইটন ২৩ পয়েন্ট নিয়ে আছে চারে। পয়েন্টের ব্যবধানটা এ রকম হওয়ার পর অনেকেই ইতিহাস ঘাঁটতে শুরু করে দিয়েছেন। ইতিহাস কী বলে—মৌসুমের শুরুর দিকে কত পয়েন্ট এগিয়ে থাকলে সেই দল নিরাপদে শিরোপা জিততে পারে! ইতিহাস আসলে বলে, মৌসুমের শুরুতে কোনো ব্যবধানই তেমনভাবে অনতিক্রম্য নয়। মৌসুমের কোনো পর্যায়ে এর কাছাকাছি পয়েন্ট বা এর চেয়ে বেশি পিছিয়ে থেকেও শিরোপা জেতার উদাহরণ কম নয়। খোদ ম্যানচেস্টার সিটিরই এমন কীর্তি আছে বেশ কয়েকবার। ঘুরে দাঁড়িয়ে বিশাল ব্যবধান ঘুচিয়ে শেষ পর্যন্ত শিরোপা জেতার সে রকম কিছু উদাহরণ থাকছে এখানে, যা হতে পারে সিটির বড় প্রেরণা। ১৯৯২–৯৩ মরশুমে প্রথম ১৭ ম্যাচে মাত্র ৭টি ম্যাচ জিতেছিল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। এক ম্যাচ বেশি খেলে সেই সময় ইউনাইটেডের চেয়ে ১২ পয়েন্টে এগিয়ে ছিল শীর্ষে থাকা নরউইচ সিটি। তবে ইংল্যান্ডের শীর্ষ লিগ প্রিমিয়ার লিগ নাম হওয়ার পর প্রথম মৌসুমের শিরোপা শেষ পর্যন্ত জিততে পারেনি নরউইচ। বরং দ্বিতীয় স্থানে থাকা অ্যাস্টন ভিলার চেয়ে ১০ পয়েন্ট এগিয়ে থেকে শিরোপা জিতেছিল ইউনাইটেড। আর মৌসুমের শুরুতে ১২ পয়েন্টে এগিয়ে থাকা নরউইচ হয়েছে তৃতীয়। সে মৌসুমে ইউনাইটেড পেয়েছিল ৮৪ পয়েন্ট, অ্যাস্টন ভিলা ৭৪ ও নরউইচ ৭৪। ১৯৯৫–৯৬ মরশুমে ২৩ ম্যাচ শেষে ১২ পয়েন্টের ব্যবধানে শীর্ষে ছিল নিউক্যাসল। সমঝদাররা এটাকে ইউনাইটেডের দারুণ প্রত্যাবর্তন নাকি নিউক্যাসলের অদ্ভুত ধস বলবেন? মৌসুমের বেশির ভাগ সময়ই সেবার শিরোপা লড়াইটা ছিল দুই ঘোড়ার—নিউক্যাসল ইউনাইটেড ও লিভারপুলের। ২৩ ম্যাচ শেষে ৫৪ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার শীর্ষে ছিল নিউক্যাসল। সমান ৪২ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে ছিল যথাক্রমে লিভারপুল ও ইউনাইটেড। ১৯৯৫ সালের ২৭ ডিসেম্বর নিউক্যাসল–ইউনাইটেড যখন মুখোমুখি হয়, নিউক্যাসল ১০ পয়েন্টে এগিয়ে ছিল। জানুয়ারিতে সেই ব্যবধান আরও বেড়ে হয় ১২। ফিরতি ম্যাচে আবার যখন তারা পরের বছরের মার্চে মুখোমুখি, পয়েন্টের ব্যবধান কমে হয়ে গিয়েছিল চার।

বক্স অফিস

‘দেবী চৌধুরানী’, চমক প্রসেনজিৎ-শ্রাবন্তীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৪ ডিসেম্বরঃ বছরের শেষেই বড় ঘোষণা। প্রকাশ্যে এল শুভ্রজিৎ মিত্র পরিচালিত ‘দেবী চৌধুরানী’ সিনেমার অফিশিয়াল পোস্টার। যাতে রণংদেহি মেজাজে শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়। নেপথ্যে গেরুয়া বসনধারী প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। কপালে তাঁর লাল তিলক। পোস্টার প্রকাশ করেই জানিয়ে দেওয়া হল ছবির মুক্তি তারিখ। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কালজয়ী উপন্যাস ‘দেবী চৌধুরানী’কে নিয়ে সিনেমা আগেও হয়েছে। দৌর্দণ্ডপ্রতাপ ডাকাত রানীর চরিত্রে সুমিত্রা দেবী, সুচিত্রা সেনের মতো অভিনেত্রীরা অভিনয় করেছেন, এবার শ্রাবন্তীর পালা। এমন চরিত্রে অভিনয় করতে গেলে দরকার কড়া হোমওয়ার্কের। তাতে কোনও খামতি রাখেননি শ্রাবন্তী। ঘোড়সওয়ারের তালিমও নিয়েছেন। আবার শিখেছেন যুদ্ধকলা। তার প্রতিফলন নতুন এই পোস্টারে দেখা গেল। চলতি বছরের মার্চ মাসে ‘ভবানী পাঠক’ হিসেবে শুটিং শুরু করেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। কপালে রক্ততিলক, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, মাথায় বাঁধা লাল কাপড়ের ফেট্টি। মুখে ‘জয় ভৈরবী’ ধ্বনি। প্রথম লুকেই সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন সুপারস্টার। এই চরিত্রের জন্য নিজেকে পুরো পালটে ফেলেছেন তিনি। শ্রাবন্তী-প্রসেনজিৎ ছাড়াও এই সিনেমার রয়েছেন বিবৃতি চট্টোপাধ্যায়, দর্শনা বণিক, সব্যসাচী চক্রবর্তী, অর্জুন চক্রবর্তী, অ্যালেক্স ও’নিল। উত্তর কলকাতা থেকে পুরুল্যার অযোধ্যা পাহাড়, বীরভূম, ঝাড়খণ্ড, বিহারের নানা জায়গায় ঘুরে ছবির শুটিং করেছেন শুভ্রজিৎ মিত্র। এবার মুক্তির পালা। আর আগামী বছরের মে মাসে হতে চলেছে। ছবির সঙ্গীতের দায়িত্ব সামলেছেন বিক্রম ঘোষ। সিনেমাটোগ্রাফি অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়ের। কান চলচ্চিত্র উৎসবে প্রকাশ করা হয়েছিল ‘দেবী চৌধুরানী’র মোশন পোস্টার। টিজার-ট্রেলারের অপেক্ষায় অনুরাগীরা।

ফিরছে কার্তিক-লাভ রঞ্জন জুটি?

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৪ ডিসেম্বরঃ কার্তিক আরিয়ান এবং লাভ রঞ্জন বেশ হিট অভিনেতা-পরিচালক জুটি। তাঁরা একসঙ্গে কাজ করেছেন, ‘পেয়ার কা পঞ্চনামা’ ফ্র্যাঞ্চাইজি এবং ‘সোনু কে টিটু কি সুইটি’- এর মতো জনপ্রিয় সব সিনেমায়। তবে বহু দিন এই অভিনেতা-পরিচালক জুটিকে একসঙ্গে কাজ করতে দেখা যায়নি। তাই অনুরাগীরা অনেকদিন ধরে অপেক্ষায় রয়েছেন যে কবে আবার তাঁদের একসঙ্গে কাজ করতে দেখা যাবে। অবশেষে ভক্তদের জন্য প্রকাশ্যে এল সেই সুসংবাদ। সম্প্রতি এক প্রতিবেদন সূত্রে জানা গিয়েছে যে, এই জুটি ‘সোনু কে টিটু কি সুইটি’ -এর সিক্যুয়েলের জন্য আবার একসঙ্গে কাজ করার কথা ভাবছে। কার্তিকের সর্বশেষ ছবি ‘ভুল ভুলাইয়া ৩’ বক্সঅফিসে দারুণ সাফল্য পেয়েছিল। বর্তমানে অভিনেতা ব্যাক টু ব্যাক ছবির কাজে ব্যস্ত। তবে এই সবের মধ্যে লাভ রঞ্জনের সঙ্গে তাঁর জুটি বাঁধার খবরে ভক্তরা বেশ উচ্ছ্বসিত। সম্প্রতি প্রকাশ্যে আসা ওই প্রতিবেদন থেকে জানা গিয়েছে যে, কার্তিক ‘সোনু কে টিটু কি সুইটি’ -এর সিক্যুয়েলের জন্য লাভ রঞ্জনের সঙ্গে ইতিমধ্যেই আলোচনায় বসেছেন। এই ছবিতে কার্তিক আরিয়ান ছাড়াও অভিনয় করেছিলেন সানি সিং এবং নুসরত ভররুচা। পিপিং মুনের মতে, কার্তিক আরিয়ান এবং নুসরত ভররুচাকে গত মঙ্গলবার লাভ রঞ্জনের অফিসে দেখা গিয়েছিল। আর সেখান থেকে অনেকে অনুমান করছেন যে কার্তিক সিক্যুয়ালের জন্য তাঁর সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিলেন। খবর কার্তিক গল্পটি পছন্দ করেছিলেন এবং এটিতে কাজ করার জন্য রাজিও হয়েছেন। বর্তমানে ছবিটির চিত্রনাট্য লেখার কাজ চলছে। লাভ রঞ্জন বর্তমানে -এর চিত্রনাট্য লেখা নিয়ে ব্যস্ত। চিত্রনাট্য চূড়ান্ত হয়ে গেলেই সমস্ত লজিস্টিক চূড়ান্ত করা হবে। তবে এখনও জানা যায়নি যে, এই ছবিটির সিক্যুয়েল পার্ট ১ -এর ধারাবাহিকতা হবে নাকি ‘পেয়ার কা পঞ্চনামা ২’-এর মতো একেবারে নতুন গল্প হবে। কার্তিক ‘পতি পত্নী অর ওহ ২’ এবং অনুরাগ বসুর ‘আশিকি ৩’ শেষ করার পরে এই ছবির কা শুরু করবেন বলে জানা গিয়েছে। লাভ রঞ্জনের শেষ মুক্তি পাওয়া ছবি ছিল রণবীর কাপুর, শ্রদ্ধা কাপুর অভিনীত ‘তু ঝুঠি মে মক্কর’ যা বক্স অফিসে বেশ ভালো ফল করেছিল। এখনও ওটিটিতেও বেশ সাড়া পাচ্ছে।

আদৌ অপহরণ করা হয়েছিল সুনীলকে?

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৪ ডিসেম্বরঃ নিখোঁজ কমেডিয়ান সুনীল পাল। এমনই খবর মঙ্গলবার জানা গিয়েছিল। স্বামীর সন্ধান পেতে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছিলেন স্ত্রী সরিতা। এবার কমেডিয়ানের নিখোঁজ রহস্যে চাঞ্চল্যকর মোড়। অপহরণ করা হয়েছিল প্রবীণ কৌতুকশিল্পীকে, এমনই খবর প্রকাশিত হয়েছে সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমে। মঙ্গলবার মুম্বইয়ের সান্তাক্রুজ থানার দ্বারস্থ হন সুনীল পালের স্ত্রী সরিতা। জানান, সোমবার তাঁর স্বামী একটি শো করতে মুম্বইয়ের বাইরে গিয়েছিলেন। মঙ্গলবারই মুম্বই ফেরার কথা ছিল তাঁর। কিন্তু অনেকটা সময় পেরিয়ে গেলেও তিনি ফেরেননি। পাশাপাশি ফোনেও পাওয়া যাচ্ছে না শিল্পীকে। নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করা হয়। সেই ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। শোনা যায়, তদন্ত শুরুর কয়েক ঘণ্টা পর সুনীলের সন্ধান পায় পুলিশ। দিল্লিতে ছিলেন কমেডিয়ান। তাঁর ফোনটিও নাকি খোঁয়া গিয়েছে। এই খবর পাওয়ার পরই জাতীয় স্তরের সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে সুনীলের স্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। সরিতা জানান, স্বামীর সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে। পুলিশের সঙ্গেও সুনীলের কথা হয়েছে বলে জানান তিনি। সংবাদমাধ্যমের পক্ষ থেকে সুনীলকেও ফোন করা হয়। মুম্বইয়ে ফেরার ফ্লাইট ধরার তাড়া ছিল কৌতুকাভিনেতার। তার মাঝেই শুধু এটুকুই জানান যে তাঁকে অপহরণ করা হয়েছিল। এর বেশি আর কিছু জানাননি সুনীল। আশা করা যায়, খুব শিগগিরিই তিনি বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত জানাবেন। একটা সময় সুনীল পালকে দেশের প্রথম সারির কৌতুক অভিনেতা হিসাবে গণ্য করা হত। ইদানিং অবশ্য মূলস্রোত থেকে অনেকটাই সরে গিয়েছেন তিনি। সাম্প্রতিক অতীতে একাধিকবার বিতর্কেও জড়িয়েছেন তিনি। আজ কালকের কমেডির ধরন নিয়ে প্রশ্ন তুলে কটাক্ষও শুনতে হয়েছে। বছরখানেক আগেই কপিল শর্মা শো’য়ের সমালোচনা করেছিলেন তিনি। তারপরও বহু কটাক্ষ শুনতে হয়েছে তাঁকে। তবে সিনেমা বা সিরিজে সেভাবে দেখা না গেলেও নিয়মিত স্টেজ শো করেন সুনীল পাল।

ও সবই জানে...! গদগদ উত্তর নিম্রতের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৪ ডিসেম্বরঃ ঘরের অশান্তি বাইরে। অনেকদিন ধরেই চলছে বচ্চন বাড়ির সমস্যা। বিয়ে ভাঙতে বসেছে অভিষেকের। ঐশ্বর্য এখন মেয়েকে নিয়ে একাই থাকেন। এত পর্যন্ত সব চলছিল। তার মধ্যেই সামনে এল ভয়ঙ্কর তথ্য। অভিষেক নাকি প্রেম করছেন অভিনেত্রী নিম্রত কৌরের সঙ্গে! এতেই সকলের চক্ষু চড়কগাছ। এবার আসরে নামলেন নিম্রতও। দশবী ছবিতে একসঙ্গে কাজ করেছেন দু’জনে। সেখান থেকেই নাকি আলাপ এবং প্রেম। সেই প্রেম এতাই গভীর যে ঐশ্বর্যের সঙ্গে ঘরও ভাঙতে পিছপা হচ্ছেন না জুনিয়র বচ্চন? এবার মুখ খুললেন নিম্রত। জুনিয়র বচ্চনের সঙ্গে কাটানো গোপন সময় নিয়ে সব জানালেন নায়িকা। তিনি বলেন, অভিষেক সব জানে! কী জানে ছোটে বচ্চন? নিম্রতের কথায় অভিষেক খুব খেতে ভালবাসে। ওর সঙ্গে সময় কাটাতে দারুণ মজা হয়। কারণ ও খেতে যেমন ভালবাসে তেমন খাওয়াতেও ভালবাসে। কোন শহরের কোন রেস্তোরাঁ কীসের জন্য জনপ্রিয় সব তালিকা নাকি রয়েছে অভিষেক বচ্চনের কাছে। ফলে অভিষেকের সঙ্গে থাকলে খুব মজায় সময় কাটে বলে জানান নিম্রত। তাহলে বোঝা যায় তাঁদের কেমিস্ট্রি স্ক্রিনের বাইরেও খুব মজাদার। তবে নিম্রতের সঙ্গে অভিষেকের নাম জড়ানো নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি তিনি। কারণ তিনি বলেন কোনও গুঞ্জনে তিনি বিশ্বাস করেন না এবং তাকে গুরুত্ব দিতে চান না।